BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ২

Lecture Contents

মধ্যযুগের সাহিত্য-১

- ☑ অন্ধকার যুগ
- ☑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
- ☑ জীবনী সাহিত্য
- ☑ বৈষ্ণব পদাবলি
- ☑ মঙ্গলকাব্য
- ☑ মনসামঙ্গল কাব্য
- ☑ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
- ☑ অন্নদামঙ্গল কাব্য
- ☑ কালিকামঙ্গল কাব্য
- ☑ ধর্মমঙ্গল কাব্য

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

মধ্যযুগের সাহিত্য (১২০১-১৮০০)

অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০)

১২০১ খ্রি. থেকে ১৩০৫ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১৫০ বছর বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। অন্ধকার যুগ এমন একটি যুগ যে যুগে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অন্ধকার যুগের জন্য দায়ি করা হয় তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজিকে। তিনি ১২০৪ সালে (মতান্তরে ১২০১) হিন্দু সর্বশেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা জয় করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। হুমায়ূন আজাদ তার 'লাল নীল দীপাবলি বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন– ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোন সাহিত্য কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে এ সময়টাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ।

অন্ধকার যুগের উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ

শূন্যপূরাণ:

রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ শূন্যপূরাণ। এতে ৫১টি অধ্যায় আছে। রামাই পণ্ডিতের কাল তের শতক বলে অনেকেই অনুমাণ করেন। শূন্যপূরাণ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ যা গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিলন সাধনের জন্য রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে বৌদ্ধদের শূন্যপদ এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে।

নিরঞ্জনের উষ্মা বা নিরঞ্জনের উষ্মা:

নিরঞ্জনের উষ্মা হলো 'শূন্যপূরাণ' কাব্যের অন্তর্গত একটি অংশ বিশেষ বা কবিতা। এ কবিতায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সধর্মীদের ওপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও এ কবিতায় মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের রাতারাতি ধর্মান্তরের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

সেক শুভোদয়া:

বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগে রচিত সংস্কৃত ভাষার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সেকশুভোদয়া। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেক শুভোদয়া সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য। গ্রন্থটিতে মোট ২৫টি অধ্যায় আছে।

❑ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শাখা-প্রশাখাগুলো হচ্ছে-

(ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য (খ) মঙ্গলকাব্য
(গ) অনুবাদ সাহিত্য (ঘ) বৈষ্ণব পদাবলী
(ঙ) জীবনী সাহিত্য (চ) নাথ সাহিত্য
(ছ) মর্সিয়া সাহিত্য (জ) দোভাষী পুঁথি
(ঝ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও (ঞ) লোক সাহিত্য।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে বোঝানো হয়-
ক. ১৯৯৯-১২৫০ পর্যন্ত খ. ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত
গ. ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত ঘ. ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত **খ**

০২. 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন?
ক. রামাই পণ্ডিত খ. শ্রীকর নন্দী
গ. বিজয় গুপ্ত ঘ. লোচন দাস **ক**

০৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ কোন যুগের অন্তর্ভুক্ত?
ক. প্রাচীন যুগের খ. মধ্যযুগের
গ. আধুনিক যুগের ঘ. কোনোটিই নয় **খ**

০৪. অন্ধকার যুগ কোনটি?
ক. ১৭৬০-১৮৬০ খ. ১২০১-১৪০০
গ. ১২০১-১৩৫০ ঘ. ১২০১-১৪৫০ **গ**

০৫. 'শূন্যপুরাণ' একটি-
ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান খ. রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য
গ. ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ ঘ. চৈতন্য জীবনীমূলক গ্রন্থ **গ**

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু– কৃষ্ণলীলা।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচিত-ভাগবতের আলোকে এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুসরণে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচনার ৫০০ বছর পর আবিষ্কৃত হয়।
- মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ/বাংলা ভাষায় রচিত কোনো লেখকের প্রথম একক গ্রন্থ/মধ্যযুগের আদি কাব্য গ্রন্থ/বাংলা সাহিত্যের ২য় গ্রন্থ– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- শ্রী অর্থ সুন্দর/সৌন্দর্য এবং কৃষ্ণ অর্থ কালো এবং কীর্তন অর্থ প্রশংসা।
- সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্য– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। এটি মূলত আখ্যানকাব্য।
- বর্তমানে কাব্যটির বয়স– ৭০০ বছর।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য নাম/মূল নাম ছিল– শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

আবিষ্কার

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাংলা ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রি.) বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামে ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক গৃহস্থের গোয়ালঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত পুঁথিখানি তুলট কাগজে লেখা। হাতে লেখা পুঁথিখানির প্রথমে দুটি পাতা, মাঝখানে কয়েকটি পাতা ও শেষে অন্তত একটি পাতা নেই। পুঁথিখানিতে গ্রন্থের নাম, রচনাকাল ও পুঁথি-নকলের তারিখ কিছুই নেই। পুঁথিখানির মধ্যে একটি ছোটো রসিদ পাওয়া গেছে তাতে লেখা আছে- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। এই পুঁথি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রি.) বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন-শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়। বর্তমানে এটি ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় (কলকাতা) রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে।

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি প্রদান করেন– বসন্তরঞ্জন রায়। তার উপাধি 'বিদ্বদ্বল্লভ'। নবদ্বীপের রাজা ভুবনমোহন তাকে এ উপাধি দেয়।
- প্রধান চরিত্র ৩টি।
  ১। রাধা (জীবাত্মা বা প্রাণিকুলের প্রতীক এবং লক্ষ্মীর অবতার)। রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলি।
  ২। কৃষ্ণ (পরমাত্মা বা ঈশ্বর বা নারায়ণের অবতার)।
  ৩। বড়ায়ি (রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতি এবং রাধার একমাত্র সহচরী)।
- অন্যান্য চরিত্র– বাসুদেব, দেবকী, কংশরাজা, নন্দগোপ, যশোদা, পদ্মা, সাগরগোয়ালা, আয়ানঘোষ, বিষ্ণু, মদনদেব, ললীতা, বিশাখা, জটিলা, কুটিলা।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল- ১৪০০ খ্রি.।
- গোপাল হালদারের মতে রচনাকাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রি.।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মুখবন্ধ লেখেন– রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি শব্দ: কামান (ধনু), খরমুজা (ফল) গুলাল (ধনুক), বাকী (অবশিষ্ট), মজুর (শ্রমিক), লেম্বু (লেবু)।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহৃত ফলের নাম– কদলী (কলা), নারিকেল। প্রাণি– ময়ূর।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আধুনিক যুগোচিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ১৪০টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শ্লোক সংখ্যা ১৬১টি। সংস্কৃত শ্লোক আছে ১২৩টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথির সংখ্যা– ৪৫২। এর মধ্যে শেষের ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পদ সংখ্যা ৪১৮টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড সংখ্যা– ১৩টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাগ আছে– ৩২টি। সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ- পাহাড়িয়া বা পাহাড়ি।
- ভাগবতের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনি অনুসরণে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোক সমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ১৩টি খণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

১। **জন্ম খণ্ড:** জন্মখণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের জন্ম হয় কংস রাজাকে বধ করার জন্য। দৈব নির্দেশানুযায়ী বাসুদেব ও দেবকীর ঘরে কৃষ্ণের জন্ম হয়। এদিকে কংস শিশু কৃষ্ণকে হত্যার জন্য লোক পাঠায়, আর এ থেকে রক্ষার জন্য কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নন্দ গোপের ঘরে রেখে আসা হয়। সেখানেই দৈব ইচ্ছায় রাধা আরেক গোপ সাগর গোয়ালার স্ত্রী পদ্মার গর্ভে জন্ম নেয়। দৈব নির্দেশেই নপুংসুক আইহান গোপের সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। আইহান গোচারণ করতে গেলে রাধাকে বৃদ্ধা পিসি বড়ায়ির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

২। **তাম্বুল খণ্ড:** রাধা অন্য গোপীদের সাথে মথুরাতে দুধ বিক্রি করতে যায় এবং বড়ায়িও সাথে যায় কিন্তু মাঝপথে বড়ায়ি রাধাকে হারিয়ে ফেলে খুঁজতে থাকে। পথিমধ্যে কৃষ্ণের কাছে রাধার রূপের বর্ণনা করে এমন কাউকে দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করে। কৃষ্ণ রাধার রূপের বর্ণনা শুনে রাধার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। সে বড়ায়িকে দিয়ে রাধার কাছে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কর্পূরবাসিত তাম্বুল, চাকা নাগেশ্বর ফুল, পান ও ফুলের উপহারসহ প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু বিবাহিতা রাধা পান-ফুল পায়ে মারিয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

৩। **দানখণ্ড:** মথুরাগামী রাধা ও তার সাথীদের পথ রোধ করে কৃষ্ণ এবং নদী পার করার জন্য সে দান বা বিনিময় দাবী করে। আর তা না হলে তার সাথে সংসর্গ করতে হবে। কিন্তু রাধা এ প্রস্তাবে কোনোভাবেই রাজি নয়; আবার তার কাছে কোনো অর্থও নেই। সে নিজের রূপ কমাবার জন্য চুল কেটে ফেলতে চায়। কৃষ্ণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বনে দৌড় দিলো। কৃষ্ণ পিছু ছাড়বার পাত্র নয়। কৃষ্ণও রাধার পিছু নিয়ে জঙ্গলে যায় এবং জোরপূর্বক রাধার সঙ্গ লাভ করে। কৃষ্ণের ইচ্ছা পূরণ হয়।

৪। **নৌকা খণ্ড:** পরবর্তীতে রাধা কৃষ্ণকে এড়িয়ে চলে। কৃষ্ণ নদীর মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করে। নৌকাতে রাধাকে তুলে সে মাঝ নদীতে নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং রাধাকে সম্ভোগ করে। লোক লজ্জার ভয়ে রাধা সখীদের বলে যে, নৌকা ডুবে গিয়েছিল; কৃষ্ণ না থাকলে সে মরেই যেত। কৃষ্ণই তার জীবন বাঁচিয়েছে।

৫। **ভার খণ্ড:** এসব ঘটনা রাধা স্বামী ও শাশুড়ীকে খুলে বলে না। ঘর থেকেও বের হয় না। এদিকে রাধাকে পাবার জন্য কৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সে বড়ায়িকে দিয়ে রাধার শাশুড়িকে বুঝাতে বলে যে, রাধা মথুরা গিয়ে দুধ বিক্রি করলে কিছু আয় হবে। পরে শাশুড়ির নির্দেশে রাধা মথুরা যায়। পথিমধ্যে রাধা ক্লান্ত হয়ে পড়লে এ সময় কৃষ্ণ মজুরের বেশে রাধার কাছে আসে ভার বহনের জন্য এবং মজুরির বদলের রাধার আলিঙ্গন কামনা করে। রাধা ছল-চাতুরি বুঝতে পারে। সেও কাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণকে মথুরা পর্যন্ত নিয়ে যায়।

৬। **ছত্রখণ্ড:** মতুরা থেকে ফেরার পথে কৃষ্ণ তার প্রাপ্য আলিঙ্গন দাবি করলে রাধা বলে এখন তো প্রচণ্ড রোদ। তুমি আমাদের ছাতা ধরে বৃন্দাবন পর্যন্ত নিয়ে চলো। পরে দেখা যাবে। কিন্তু রাধা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের ইচ্ছা পূরণ করে না।

৭। **বৃন্দাবন খণ্ড:** পরবর্তীতে কৃষ্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। রাধাকে পাবার জন্য বৃন্দাবনকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। বৃন্দাবনের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে রাধা ও তার সঙ্গীরা। রাধা ও গোপীরা কৃষ্ণের এই পরিবর্তনের ফলে সবাই তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তখন সকলের মনে কামভাব জাগলো। কৃষ্ণ ষোলো হাজার দেহ ধারণ করে ষোলো হাজার গোপীর মনতুষ্টি সাধন করলো। এ খণ্ডে রাধান নানা দেহভঙ্গিতে কৃষ্ণের কামনাকে উত্তেজিত করেছে, অন্য সখীদের থেকে আলাদা হয়ে কৃষ্ণের সঙ্গভোগ প্রত্যাশা করেছে। পরে বৃন্দাবনের পুষ্পকুঞ্জে রাধার সাথে কৃষ্ণের মিলন হয়।

৮। **কালিয়দমন খণ্ড:** যমুনা নদীর তীরে কালিয়নাগ বাস করে। তার বিষে সেই জল বিষাক্ত হয়ে যায়। কালিয়ানাগকে তাড়াতে কৃষ্ণ যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে কালিয়নাগের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কালিয়নাগ পরাজিত হয় এবং যমুনা নদী ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এ দৃশ্য দেখে রাধা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়।

৯। **যমুনা খণ্ড:** রাধা ও গোপীরা যমুনাতে জল আনতে যায়। কৃষ্ণ যমুনার জলে ডুবে দিয়ে আর ওঠে না। সবাই মনে করে কৃষ্ণ ডুবে গেছে। রাধা ও গোপীরা যখন তাকে খুঁজতে জলে নামে তখন সে তীরে এসে রাধার খুলে রাখা হার নিয়ে কদম গাছে উঠে বসে থাকে।

১০। **হার খণ্ড:** হার না পেয়ে রাধা বুঝতে পারে এ কৃষ্ণের কাজ। সে কৃষ্ণের পালিতা মা যশোদার কাছে নালিশ করে। কৃষ্ণও মাকে মিথ্যে বলে, আমি হার চুরি করবো কেন, রাধাতো পাড়ার সম্পর্কে আমার মামি। বড়ায়ি সব বুঝতে পেরে রাধার স্বামীর কাছে বলে তার হার বনের কাঁটার আঘাতে ছিন্ন হয়ে গেছে।

১১। **বাণ খণ্ড:** মায়ের কাছে নালিশ করায় রাধার উপর রেগে যায় কৃষ্ণ। রাধাও কৃষ্ণের উপর ক্ষুদ্ধ। এসব দেখে বড়ায়ি কৃষ্ণকে বুদ্ধি দিলো শক্তির পথ পরিহার করে প্রেমের মাধ্যমে রাধাকে বশীভূত করতে। সে অনুসারে কৃষ্ণ পুষ্পধনু নিয়ে কদমতলায় বসে থাকে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমবানে অজ্ঞান হয়ে যায়। কৃষ্ণ রাধার চৈতন্য ফিরিয়ে দেয়। এরপর রাধা কৃষ্ণ প্রেমে কাতর হয়।

১২। **বংশী খণ্ড:** রাধাকে আকৃষ্ট করতে কৃষ্ণ বাঁশিতে সুর তুলতো। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধা বিমোহিত হয়ে তার রান্না এলোমেলো হয়ে যায়। বড়ায়ি রাধাকে বুদ্ধি দেয় কৃষ্ণ সারা রাত বাঁশি বাজিয়ে সকালে কদমতলায় মাথার কাছে বাঁশি রেখে সে ঘুমায়। তার বাঁশিটা চুরি করতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। রাধাও বুদ্ধিমতে বাঁশি চুরি করে। কৃষ্ণ বাঁশি আনতে গেলে রাধা কৃষ্ণকে তার কথার অবাধ্য না হওয়ার ও কখনো রাধাকে ত্যাগ না করে যাওয়ার শর্ত দেয়। এই শর্ত মেনে নিয়ে কৃষ্ণ বাঁশি ফিরিয়ে আনে।

১৩। **বিরহ খণ্ড:** এরপর কৃষ্ণ রাধার উপর উদাসীনতা প্রকাশ করে। কিন্তু রাধা কৃষ্ণের প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়। কৃষ্ণ তাকে সহজে দেখা দেয় না। বিরহে কাতর হয়ে রাধা কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকে। অবশেষে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজানো অবস্থায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। বড়ায়ির মধ্যস্থতায় তাদের মিলন হয়। রাধা ঘুমিয়ে গেলে রাধাকে রেখে কৃষ্ণ কংস বধ করতে মথুরাতে চলে যায়। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণকে না পেয়ে তার বিরহে পাগল প্রায় হয়ে যায়। রাধার অনুরোধে বড়ায়ি কৃষ্ণের সন্ধানে যায় এবং মথুরাতে কৃষ্ণকে পেয়ে অনুরোধ করে, রাধা তোমার বিরহে মৃত প্রায় কিন্তু কৃষ্ণ রাধাকে গ্রহণ করতে চায় না। কৃষ্ণ বলে, আমি সব ধন রাজ্য ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু দুঃসহ বাক্য জ্বালা সইতে পারি না। রাধা আমাকে কটু কথা বলেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য এখানেই ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। তাই এর কাহিনি সমাপ্তি কেমন তা জানা যায় না।

রাধা	কৃষ্ণ
* রাধা হলো– জীবাত্মার প্রতীক। * রাধার পিতার নাম– সাগর গোয়ালা। * রাধার মায়ের নাম– পদুমিনী। * রাধার স্বামীর নাম– আইহান ঘোষ/আয়ান ঘোষ। * রাধার সখিদের নাম– ললিতা, বিশাখা। * শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা গোয়ালিনি আর পদাবলির রাধা রাজকন্যা।	* কৃষ্ণ হলো– পরমাত্মার প্রতীক এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। * বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান– কৃষ্ণ। * শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ– কংসবধ। * কংস ছিলেন ভোজবংশীয় রাজা এবং শ্রীকৃষ্ণের মামা। * কৃষ্ণের পিতার নাম– দেবকী। * কৃষ্ণ পালিত হয়– নন্দগোপের কাছে এবং যশোদার কাছে। * কৃষ্ণের পালিত পিতার নাম– নন্দগোপ। * কৃষ্ণের পালিত মায়ের নাম– যশোদা * কৃষ্ণ হলো একজন রাখাল বালক। * কৃষ্ণের প্রধাণ গুণ– বংশীবাদক হিসেবে।

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজিডি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ৩টি বিখ্যাত স্থান– ১. মথুরা ২. বৃন্দাবন ৩. ব্রজ।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি যে ছন্দে রচিত- পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ।
- বসন্তরঞ্জন রায় ছিলেন– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।
- পৌরাণিক কাহিনিতে কৃষ্ণ হলো– ভগবান বা ঈশ্বর বা পরমাত্মা।
- পৌরাণিক কাহিনিতে রাধা হলো– মানবাত্মা বা জীবাত্মা বা প্রাণিকূলের প্রতীক।
- পৌরাণিক কাহিনিতে বড়ায়ি হলো চুলপাকা মহিলা ও রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতি।
- কাহিনি বা বর্ণনার দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো– প্রেমগীতি।
- রস সঞ্চালনের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো– ধামালি।
- প্রকরণের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো– পদাবলি।
- **ধামালি:** যেসব উক্তির মধ্য দিয়ে রঙ্গ-তামাসা, হাস্য, কপট-ভণ্ডামি ফুটে উঠে, প্রাচীন সাহিত্যে তাকে ধামালি বলে।
- **নাট্যগীতি:** পাত্র-পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তি ও সংলাপের মধ্য দিয়ে রচিত সাহিত্য কর্মই হচ্ছে নাট্যগীত বা নাট্যগীতি।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মানব চরিত্রের নাম– বড়ায়ি।
- রাধা এবং কৃষ্ণ দুজনই স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন। কংস রাজাকে হত্যা করার জন্য পৃথিবীতে আসেন কৃষ্ণ এবং তার সঙ্গী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল রাধাকে।
- কৃষ্ণ হচ্ছে স্বয়ং বিষ্ণু এবং রাধা হচ্ছে দেবী লক্ষ্মী।
- 'বাণ' শব্দের অর্থ– তীর।
- 'তাম্বুল' শব্দের অর্থ– পান।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো– ঝুমুর শ্রেণির প্রকার রচনা।
- 'ছত্র' শব্দের অর্থ– ছাতা।
- বৃন্দাবন শব্দের অর্থ– তুলশীবন।
- কংস শব্দের অর্থ– নির্মম/অত্যাচারী।
- রাতুল শব্দের অর্থ– লাল।
- বংশী শব্দের অর্থ– বাঁশি।
- আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন
  বাঁশির শব্দে আউলাইলো রান্ধন- রাধা।
- চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরান সহিত মোর- কৃষ্ণ।
- শুনহ সুন্দরী রাধা বচন অক্ষার যমুনাক যাই ছলে পানি অনিবার– বড়ায়ি।
- **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে চণ্ডীদাস তিন জন-**
  (১) বড়ু চণ্ডীদাস; (২) দ্বিজ চণ্ডীদাস ও (৩) দীন চণ্ডীদাস।
  বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের, দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্য যুগের এবং দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য পরবর্তী যুগের কবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলী দেবীর ভক্ত।
  শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি লাইন-
  'কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে'

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
বড়ু চণ্ডীদাস	'শ্রীকৃষ্ণকীতর্ন'	রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচিয়তা-
ক. চণ্ডীদাস খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ. দীন চণ্ডীদাস **খ**

২. সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. চর্যাপদ খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ. ইউসুফ-জোলেখা ঘ. পদ্মাবতী **খ**

৩. মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি-
ক. শূন্যপুরাণ খ. ডাকার্ণব
গ. গীতগোবিন্দ ঘ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন **ঘ**

৪. কত বঙ্গাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৩০৭ বঙ্গাব্দে খ. ১৩০৯ বঙ্গাব্দে
গ. ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ঘ. ১৩২৩ বঙ্গাব্দে **গ**

৫. নিচের কোনটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র নয়?
ক. রাধা খ. কৃষ্ণ
গ. বড়াই ঘ. ঈশ্বরী পাটনী **ঘ**

জীবনী সাহিত্য

মধ্যযুগ চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলো বাংলাভাষায় জীবনী সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্ম হল মানবপ্রেম ধর্ম। তার একটি বিখ্যাত উক্তি হলো :

'জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'

চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থকে 'কড়চা' বলে। চৈতন্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'। এ কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত'। এটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠজনদের একজন। এটি মহাকাব্যিক রচনা। আটাত্তর সর্গে রচিত এ বিশাল গ্রন্থে চৈতন্যজীবনলীলার বয়ান রয়েছে।

বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মধ্যে এর বিশুদ্ধতা সর্বাংশে রক্ষিত। ভাগবতের মর্যাদা পাওয়াতে এ গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে 'চৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' সর্বাধিক পরিচিত ও পঠিত গ্রন্থ। এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এ বাংলা গ্রন্থটিই তাকে সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। গ্রন্থটি বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাগবত ও গীতার পরে গ্রহণযোগ্য হিসেবে অনুমিত। কৃষ্ণদাসের জন্ম প্রাচীন নৈহাটির ঝামটপুর গ্রামে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তিন খণ্ডে বিভক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বেদ-সমতুল্য গ্রন্থ। এছাড়া লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়নন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', গোবিন্দ দাসের 'কড়চা', চূড়ামনি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' উল্লেখযোগ্য।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলা ভাষায় শ্রী চৈতন্যের প্রথম জীবনী কাব্য কার লেখা?**
ক. বৃন্দাবন দাস খ. ভবানী দাস
গ. কৃষ্ণদাস ঘ. আলাওল **উ: ক**

২. **চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে কী বলা হয়?**
ক. খরচা খ. কড়চা
গ. কচড়া ঘ. দিনলিপি **উ: খ**

৩. **'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ক. কৃষ্ণদাস কবিরাজ খ. বৃন্দাবন দাস
গ. মাগন ঠাকুর ঘ. চন্ডীদাস **উ: ক**

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচাইতে রসোত্তীর্ণ ও সার্থক সাহিত্যকর্ম।
শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রচার করেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং এরপর থেকে বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব দর্শন স্থান পেতে থাকে। এর বিষয়বস্তু হলো রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। এতে মূলত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এতে কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক আর রাধা জীবাত্মার প্রতীক। চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন বাংলা ভাষায়। তার ধর্মে শাস্ত্রের কথাও ছিল সামান্য। বরং জীবে দয়া এবং নামে রুচি অর্থাৎ নাম জপের কথাই তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন।
গীতগোবিন্দ রচয়িতা বারো শতকের কবি জয়দেব প্রথম পদাবলি শব্দটি ব্যবহার করেন। মধ্যযুগের গীতিকবিতার বা গীতিময় রচনার বিশিষ্ট রূপকে পদাবলি বলা হতো। জয়দেব বৈষ্ণব নন এবং তিনি চৈতন্যের তিনশত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নীলাচলে অসুস্থবস্থায় চৈতন্যদেব তিনজন কবির পদ আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন- জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

❑ বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি ৪ জন-

১. বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রি:):

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভা কবি। তার উপাধি ছিল কবি কণ্ঠহার, অভিনব জয়দেব ও মিথিলার কোকিল। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলি হল হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ। প্রায় হাজার খানেক বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত, তবে জর্জ গ্রিয়ার্সন বিদ্যাপতির মৈথিলী পদ সংগ্রহের জন্য গিয়ে মাত্র ৭৬টি পদ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্রজবুলিতে সর্বশেষ পদ রচনার নিদর্শন হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তবে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের এ রচনা ঠিক বৈষ্ণবীয় ব্রজবুলি হয়েছে বলে মনে হয় না। বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহ বিষয়ক পদ-
এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর।
শূন্য মন্দির মোর॥

২. চণ্ডীদাস:

চণ্ডীদাসের সময়কাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ থেকে পনের শতকের প্রথমার্ধ। তিনি পূর্ব বাংলার কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষার পদ রচনা করেন। তিনি বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে বলেছেন দু:খের কবি। কারণ তার কবিতায় রয়েছে অতলান্ত বেদনার সুর।

চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পঙ্ক্তি

১. শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥

২. সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধূয়া আন বাড়ী যায়।
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

৩. গোবিন্দ দাস:

বিদ্যাপতির অনুসারী ছিলেন গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাস ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। গোবিন্দ দাস ষোল শতকের কবি। তার বিখ্যাত রাধা রূপ বিষয়ক পদ হলো-
"যাঁহা যাঁহা তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥"

৪. জ্ঞানদাস:

চণ্ডীদাসের অনুসারী ছিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস ষোল শতকের কবি। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা সৃষ্টিতে তার অবদান অসামান্য। তার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকার কাঁদড়া গ্রামে। কাঁদড়াতে জ্ঞানদাসের মঠও আছে এবং তার তিরোধান উপলক্ষ্যে সেখানে মেলা-উৎসব হয়।
তার বিখ্যাত কৃষ্ণানুরাগ বিষয়ক পদ হলো-
রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বৈষ্ণব পদাবলি বা পদাবলির আদি রচয়িতা কে?**
ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিদ্যাপতি
গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস **খ**

২. **পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়?**
ক. বাউল বা মরমী গীতি খ. বৌদ্ধ ধর্মের গুঢ় বিষয়
গ. দেবস্তুতিমূলক রচনা ঘ. লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য **খ**

৩. **পদাবলি লিখেছেন?**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. প্রমথ চৌধুরী **ক**

৪. **বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?**
ক. বিদ্যাপতি খ. চন্ডীদাস
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কোরেশী মাগনঠাকুর **খ**

১. **'কবিকণ্ঠহার' কোন কবির উপাধি?**
ক. চন্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. জ্ঞানদাস **খ**

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য- ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য নামে খ্যাত। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এসব মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। অনেকের মতে, এক মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত পালাকরে গাওয়া হতো বলে এর নাম মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই দেবী হচ্ছেন মনসা ও চণ্ডী।

মঙ্গলকাব্যগুলো গীত হতো পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে। প্রতিটি কাব্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পালায় বিভক্ত- মনসামঙ্গল ৩০ পালায়, চণ্ডীমঙ্গল ১৬ পালায়।

মঙ্গলকাব্য দু-শ্রেণিতে বিভক্ত-

(১) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য;

(২) লৌকিক মঙ্গলকাব্য। লৌকিক মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নবর্ণের মানুষেরও প্রাধান্য দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রথম যুগের ভাষা স্থূল ও গ্রাম্যতাপূর্ণ, মধ্যযুগের ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং শেষ যুগের ভাষা অলঙ্কারসমৃদ্ধ।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা–

মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা তিনটি।

যথা- ১. মনসামঙ্গল ২. চণ্ডীমঙ্গল ও ৩. ধর্মমঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান শাখা–

মঙ্গকলকাব্যের অপ্রধান শাখা দুইটি।

যথা– ১. অন্নদামঙ্গল ও ২. কালিকামঙ্গল।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

২. 'মঙ্গলকাব্যে'র রচয়িতা নন-

ক. ভারতচন্দ্র খ. বড়ু-চণ্ডীদাস

গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বিজয় গুপ্ত

খ

৩. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-

ক. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা

খ. লোকসঙ্গীত

গ. ধর্ম বিষয়ক আখ্যান

ঘ. পীর পাঁচালী

গ

৪. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লেখিত কারণ কী?

ক. রাজাদেশ প্রাপ্তি

খ. স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ

গ. রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা

ঘ. রাজকবির দায়িত্ব পালন

খ

মনসামঙ্গল কাব্য

সর্পসংকুল ভারতবর্ষে নানা মূর্তিতে সাপের পূজা হয়- উত্তর ভারতে সরীসৃপ মূর্তির, দক্ষিণ ভারতে জীবিত সর্পের পূজা হয়। পূর্বভারতে তথা বঙ্গদেশে মনসার ঘট স্থাপন করে পূজা করা হয়। উত্তর ভারতে সাপের দেবতা বাসুকী পুরুষ, বঙ্গদেশে মনসা নারী। মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন মঙ্গলকাব্য। মনসামঙ্গল কাব্যের নাম চরিত্র লৌকিক দেবী- সর্পদেবী মনসা। মনসা দেবীর অন্য নাম- কেতকা ও পদ্মাবতী। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র- দেবী মনসা, চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা ও লখিন্দর।

মনসামঙ্গল কাব্যের কবি

- মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত। তার পুঁথি পাওয়া যায় নি। বিজয়গুপ্ত হরিদত্তকে মূর্খ ও ছন্দজ্ঞানহীন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মনসা কাহিনির যে কাঠামো তিনি সৃষ্টি করেছেন তা কয়েক শত বছর ধরে অনুসৃত হয়েছে, এটি তার মৌলিকতার পরিচয়।
- সুস্পষ্ট সন তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কবি বিজয়গুপ্ত। তার কাব্যের নাম পদ্মপুরাণ। কবি বিজয়গুপ্ত বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গৈলা গ্রামের প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী। কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তার কাব্যের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণদেব। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বোর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগের কবি। তার কাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। পদ্মপুরাণের একটি চরণ-

  "বিলিঙ্গ আমি পূঁজি জেই হাতে
  সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিত্তে"।
- কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ সালে 'মনসাবিজয়' কাব্য রচনা করেন। চব্বিশ পরগণা জেলার নদুর্ড্যা চট্টগ্রাম (পাঠান্তরে বাদুড্যা) ছিল বিপ্রদাসের নিবাস। তার পিতা মুকুন্দ পণ্ডিত।
- দ্বিজ বংশীদাস রচিত মঙ্গলকাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজ বংশীদাস কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। কবি দ্বিজ বংশীদাস সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং বাড়িতে ঢোল চালাতেন।
- আরেক জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের কবি। জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-এর মূল নাম ক্ষেমানন্দ এবং কেতকাদাস তার উপাধি। কেতকা দেবী মনসার অপর নাম। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনির প্রভাব রয়েছে।
- দেব নাগরী অক্ষরে ও আঞ্চলিক শব্দে লিখিত আরও একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে যার রচয়িতা ক্ষেমানন্দ নামে আরেক স্বতন্ত্র কবি।
- বাইশা: বাইশ কবির পদসংকলন বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা বাইশ কবির মনসা যা বাইশা নামে খ্যাত।
- মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চরিত্র চাঁদ সওদাগর। চাঁদ সওদাগরের স্ত্রীর নাম সনকা। চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা মনসা ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং ছয় পুত্রকে মেরে ফেলেছিল।
- বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের নাচে গানে সন্তুষ্ট করলে মৃত স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরে পায়। চাঁদ সওদাগর অন্যদিকে ফিরে বাম হাতে মনসার মূর্তিতে ফুল ছুঁড়ে দিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হয়।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
কানাহরি দত্ত	'মনসামঙ্গল'	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদিকবি কে?
ক. বিজয় দত্ত খ. ময়ূর ভট্ট
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানা হরিদত্ত **ঘ**

২. মনসামঙ্গলের কবি কে?
ক. বিজয় গুপ্ত খ. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ. বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ. ওপরের তিনজনই **ঘ**

৩. 'মনসাবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. বিপ্রদাস পিপিলাই খ. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ. বিজয় গুপ্ত ঘ. নারায়ণদেব **ক**

৪. 'বাইশা' কী?
ক. মনসামঙ্গল কাব্যের একজন কবি
খ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একজন কবি
গ. মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশ জন ছোট-বড় কবি
ঘ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছোট-বড় বাইশ জন কবি **গ**

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীদেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য চণ্ডীমঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য দুখণ্ডে বিভক্ত- (ক) আক্ষেটিক খণ্ড; (খ) বণিক খণ্ড। আক্ষেটিক খণ্ডে বর্ণিত অংশের নাম কালকেতু উপাখ্যান। দ্বিতীয়খণ্ড বণিকখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

কালকেতু উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কালকেতু স্বর্ণগোধিকাকে শিকার করে ঘরে নিয়ে গেলে কালকেতুর ঘরে গিয়ে দেবী নিজ রূপ ধারণ করেন। কালকেতুকে সাত ঘড়া ধান দিয়ে পূঁজা প্রচারের নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশে কালকেতু গুজরাটে বন কেটে নগর পত্তন করে। কালকেতু মর্ত্যে আসার পূর্বে স্বর্গরাজ্যের দেবতা ইন্দ্রের পুত্র ছিল এবং তার নাম ছিল নীলাম্বর।

ফুল্লরা ছিল নীলাম্বর পত্নী, স্বর্গরাজ্যে নাম ছিল ছায়া। অভিশপ্ত হয়ে নীলাম্বর ও ছায়া মর্ত্যে ব্যধের ঘরে জন্ম নেয়। ধনপতি সওদাগরের কাহিনীর প্রধান চরিত্র ধনপতি সওদাগর, লহনা, ফুল্লরা, দেবীচণ্ডী, সিংহল রাজ, শ্রীমন্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি

- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। মানিক দত্ত গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবী চণ্ডীর দয়ায় তিনি সুস্থ হন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেন।
- দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি। তার কাব্যের নাম সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গল কাব্য ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। তার কাব্যে চণ্ডীর নাম 'মঙ্গলচণ্ডী'। 'মঙ্গল' নামে অসুর বধ করে দেবী এই নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে আরো দুটি কাব্য রচনা করেন।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি হলো কবিকঙ্কন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে বর্ধমান জেলার রত্না নদীর কূলে দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের কারণে তিনি দামুন্যা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের অরোরা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার ছেলে রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ জমিদার হলে রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মুকুন্দরাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। জমিদার রঘুনাথ রায় কবি প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দেন। তবে সুকুমার সেন একে স্বয়ংগৃহীত বলে মনে করেন। মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের নাম 'চণ্ডীমঙ্গল'; এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 'অভয়মঙ্গল', 'আম্বিকামঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল' নামও পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত-
  (১) দেবখণ্ড-সতী ও পার্বতীর কাহিনী;
  (২) আক্ষেটিক খণ্ড-কালকেতুর কাহিনী ও
  (৩) বণিক খণ্ড- ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।
- চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি দ্বিজ রামদেব। তার কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরও একজন কবি মুক্তারাম সেন। মুক্তারাম সেন চট্টগ্রাম জেলার দেবগ্রামে (বর্তমানে আনোয়ারায়) জন্মগ্রহণ করেন।
- দেবরাম সেন রচিত কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'।
- সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবি হরিরাম 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন।
- কবি লালা জয়নারায়ণ সেন চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের জপসা অধিবাসী ছিলেন। কবি লালা জয়নারায়ণ সেন এর কাব্যের নাম "হরিলীলা"।
- কবি ভবানীশঙ্কর দাস ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গলচণ্ডী আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করেন। তার কাব্য জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামেও পরিচিত।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। অকিঞ্চন চক্রবর্তী মেদিনীপুরের ঘটাল মহকুমার বেঙ্গারাম গ্রামে বসবাস করতেন। অকিঞ্চন চক্রবর্তীর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

৫. "চণ্ডীমঙ্গল" কব্যের আদি কবি কে?
ক. মুকুন্দরাম খ. দ্বিজ মাধব
গ. মানিকদত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত **গ**

৬. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
ক. রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খ. চন্দ্র সুধমার
গ. জমিদার রঘুনাথ রায়ের ঘ. মাগন ঠাকুরের **গ**

৭. কালকেতু এবং ফুল্লরা বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যের চরিত্র?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. ধর্মমঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. মনসামঙ্গল **গ**

৮. কবিকঙ্কন কার উপাধি?
ক. বিদ্যাপতি খ. জ্ঞানদাস
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বংশীদাস **গ**

অন্নদামঙ্গল কাব্য

দেবী অন্নদার গুণকীর্তন নিয়ে রচিত কাব্য অন্নদামঙ্গল কাব্য। এটি রচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত- (১) প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল। (২) দ্বিতীয় খণ্ড- বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল; (৩) তৃতীয় খণ্ড- ভবানন্দ মানসিংহ অন্নদামঙ্গল।

প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সাথে বিয়ে, ঘরকন্না ও অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, পূঁজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রধান চরিত্র দেবতা শিব, উমা, হরিহর, ভবানন্দ, ঈশ্বরী পাটনি।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর "কালিকামঙ্গল" উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র সুন্দর, বিদ্যা, দেবী কালি, রাজা বীরসিংহ, হীরা মালিনী। ভাষা, ছন্দ, কাহিনী, উপমার বিচারে তার রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র-মানসিংহ, ভবানন্দ, দেবী অন্নদা, সম্রাট জাহাঙ্গীর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুটি বিশেষ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী।

অন্নদামঙ্গলের কবি

- অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাত। মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বর্ধমান বিভাগের ভুরসুট পরগণার আধুনিক হাওড়া জেলার পেড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের সম্ভাব্য জন্ম ১৭০৫ সালে বলে ধরা হয়। রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম।
- ভারতচন্দ্রের কবিজীবনের সূত্রপাত হয় দেবনান্দপুর গ্রামে অবস্থানকালে। 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনার মধ্যে দিয়ে। চল্লিশ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে কবিকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এ কাব্যে এত মুগ্ধ হন যে, এটি দরবারে গাওয়া হতো এবং এ কাব্য রচনার পর তিনি বর্তমান আকারে কালীপূজা প্রবর্তন করেন।
- ভারতচন্দ্রের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ হল 'অন্নদামঙ্গল' ও সত্য পীরের পাঁচালী'। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কবি ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট পর্ব সংখ্যা ৮। তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত উক্তি হলো-
  'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এবং 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।
  আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত পঙক্তি:
  "প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
  যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে"।
- ভারতচন্দ্র রায় মৈথিলী কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জুরী' কাব্যের অনুবাদও করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অসমাপ্ত রচনা 'চণ্ডীনাটক'।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
ভারতচন্দ্র	'অন্নদামঙ্গল'	ঈশ্বরী পাটনী

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **"অন্নদামঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা কে?**
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. বিহারীলাল চক্রবর্তী
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **গ**

২. **"অন্নদামঙ্গল" কাব্য কোন যুগের?**
ক. প্রাচীন যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. অন্ধকার যুগ ঘ. আধুনিক যুগ **খ**

৩. **'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করেন কে?**
ক. ঈশ্বরগুপ্ত খ. আলাওল
গ. মুকুন্দরাম ঘ. ভারতচন্দ্র **ঘ**

৪. **কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছেলেন কে?**
ক. জমিদার রঘুনাথ খ. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
গ. চণ্ডীদাস ঘ. ময়ূরভট্ট **খ**

কালিকামঙ্গল কাব্য

অপূর্ব রূপ গুণান্বিত রাজকুমার সুন্দর এবং বীরসিংহের অতুলনীয়া সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা বিদ্যার গুপ্ত প্রণয়কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। মূল কাহিনী কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিলহন কর্তৃক তার 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্য সংস্কৃতে বিধৃত হয়েছিল। বিলহন একাদশ শতকের কবি। ক্রমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনী বাংলায় এসে প্রণয়াকাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কালিকামঙ্গলে স্থান পেয়েছে।

কালিকামঙ্গলের কবিগণ

- কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি হলেন কবি কঙ্ক। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নদীর তীরে বিপ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের করুণ ও বিচিত্র কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকগাথা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে ময়মনসিংহ গীতিকোষে স্থান পেয়েছে।
- বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে শ্রীধর নামে একজন হিন্দু লেখকের রচনা প্রথম লেখা বলে অনুমিত। তিনি চট্টগ্রামের কবি। তিনি ষোল শতকের শুরুতে নুসরত শাহের নির্দেশে এ কাব্য রচনা করেন।
- অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠমানের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা। তার কালিকামঙ্গলে অশ্লীলরূপে নারী মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নারীদের সম্পর্কে অনেক স্থূল রসিকতা করেছেন। সুন্দর নামে এক বিদেশি বিদ্যাশিক্ষার্থীর সাথে বিদ্যা নামে এক বাঙালি কন্যার প্রণয় ও মিলনের কাহিনী এ কাব্যের উপজীব্য।
- সাবিরিদ খান (শাহ বারিদ খান) ছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি ছিলেন। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন। হযরত মুহম্মদ (সা:) এর রাজ্য জয়, তার মাহাত্ম্য ঘোষণা হচ্ছে 'রসূল বিজয়' গ্রন্থের বক্তব্য।
- কবি গোবিন্দদাস ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।
- রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। কবি রামপ্রসাদ ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার হালি শহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। কবি রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। রামপ্রসাদ শ্যামসঙ্গীত রচনায়ও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **"কালিকামঙ্গল" কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় কী?**
ক. প্রণয়কাহিনী খ. ধর্মকাহিনী
গ. কলিযুগের কাহিনী ঘ. সনাতন কহিনী **ক**

২. **'কালিকামঙ্গলের' অন্য নাম কী?**
ক. সুন্দরী বিদ্যা খ. বিদ্যাসুন্দর
গ. বিদ্যাদেবী ঘ. কালিকাসুন্দর **খ**

৩. **শ্রেষ্ঠ মানের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা কে?**
ক. সাবিরিদ খান খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. মুকুন্দরাম ঘ. জ্ঞানদাস **খ**

অন্যান্য মঙ্গল কাব্য

অন্যান্য মঙ্গল কাব্যগুলো শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিবায়নবদ্ধ শিবমঙ্গল কাব্য

- শিব প্রাগবৈদিক দেবতা। লৌকিক দেবতা হিসেবে তার বিবর্তন ঘটেছে। পৌরাণিক মৌলিক উপাদান মিশ্রিত হয়ে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রচিত। মনে করা হয় কবি রামকৃষ্ণ রায় শিবমঙ্গল কাব্যের আদি কবি। রামকৃষ্ণ রায় রচিত কাব্যের নাম 'শিবের মঙ্গল'।
- কবি কঙ্ক আনুমানিক ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে 'শিবমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।
- কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য আঠার শতকের প্রথম দিকে 'শিবায়ন' বা 'শিব-কীর্তন' নামে কাব্য রচনা করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি- (১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি; (২) লাউসেনের কাহিনী। 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী'র প্রধান চরিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র, বা লুইধর। 'লাউসেনের কাহিনী'র চরিত্র কর্ণসেন, রঞ্জাবতি, ধর্মঠাকুর, লাউসেন, মাহমুদ।

ধর্মমঙ্গলের কবি

- ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ুরভট্ট। তিনি সতের শতকের কবি ছিলেন। ময়ুরভট্ট রচিত কাব্যটি হচ্ছে "শ্রীধর্মপুরাণ"। তবে তার রচনার একটি পদও পাওয়া যায়নি।
- ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি আদি রূপরাম। কবি মাণিক গাঙ্গুলিই তাকে স্মরণ করে পদ রচনা করেন। তার কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।
- ধর্মমঙ্গলের আরেক কবি খেলারাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন অন্যতম কবি মানিকরাম গাঙ্গুলি। মানিকরামের সমসাময়িক আরেকজন কবি দ্বিতীয় রূপরাম। কবি দ্বিতীয় রূপরাম ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে তার কাব্য রচনা করেন।
ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যামপণ্ডিত। শ্যাম পণ্ডিত রচিত কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'।
রামদাস আদক রচিত কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে তার কাব্য প্রথম গীত হয়।
- কবি ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য রচনা শেষ হয়। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেনের কাহিনীই ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের উপজীব্য।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **"ধর্মমঙ্গল" কাব্যের আদি কবি কে?**
ক. ময়ূর ভট্ট খ. সাবিরিদ খান
গ. রামাই পন্ডিত ঘ. হলায়ূধ মিশ্র **ক**

২. **"নিরঞ্জনমঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা কে?**
ক. শ্যাম পন্ডিত খ. রামাই পন্ডিত
গ. লোচন দাস ঘ. গোবিন্দ দাস **ক**

৩. **খেলারাম চক্রবর্তী কোন কাব্যের কবি ছিলেন?**
ক. মনসামঙ্গল খ. ধর্মমঙ্গল
গ. অন্নদামঙ্গল ঘ. কালিকামঙ্গল **খ**

এক কথায় উত্তর

০১. **অন্ধকার যুগের সৃষ্টি হয়েছে কেন?**
–তুর্কি আক্রমণের কারণে।

০২. **অন্ধকার যুগের সময়সীমা কত?**
- ১২০১ সাল থেকে ১৩৫০ সাল (১৫০ বছর)।

০৩. **অন্ধকার যুগে রচিত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের নাম লিখুন?**
– শূন্যপুরাণ- রামাইপণ্ডিত; সেক শুভোদয়া-হলায়ূধ মিশ্র।

০৪. **'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ও 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কবিতাদ্বয় কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত?**
– শূন্যপুরাণ কাব্যের।

০৫. **অন্ধকারযুগে রচিত অনুবাদমূলক গ্রন্থ কোনটি?**
–শূন্যপুরাণ।

০৬. **রাজা লক্ষ্মণ সেনের দুইজন সভাকবির নাম লিখুন?**
– হলায়ূধ মিশ্র ও জয়দেব।

০৭. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোন সময়কে মধ্যযুগ ধরা হয়?**
– ১২০১ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত।

০৮. **কোন ঘটনার কারণে অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছে বলে ধরা হয়?**
–বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় (মতান্তরে সেন রাজাদের ক্ষমতা দখল ও বৌদ্ধদের নিগ্রহ)।

০৯. **বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ' কোন আমল?**
– তুর্কি আমল।

১০. **মধ্যযুগের কাব্যধারার প্রধান ধারা কয়টি?**
– চারটি।

১১. **মধ্যযুগের কোন সাহিত্য কৃষিকাজের জন্য উপযোগী?**
– ডাক ও খনার বচন।

১২. **মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি ধারার নাম লিখুন?**
– বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য, পুঁথি সাহিত্য ইত্যাদি।

১৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
– ২ ভাগে। মৌলিক ও অনুবাদমূলক।

১৪. মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় কত শ্রেণির অনুবাদ হয়েছিল?
– ৩ ধরনের। সংস্কৃতি, হিন্দি ও আরবি-ফারসি।

১৫. মধ্যযুগে বাংলা সহিত্যের সর্বপ্রথম নিদর্শন কী?
– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।

১৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কোন সময়ের রচনা ও রচয়িতা কে?
– চতুর্দশ শতকের, রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস।

১৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কে, কবে, কোথা থেকে আবিষ্কার করেন?
–শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় বনবিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন।

১৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
– ১৯০৯ সালে।

১৯. বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম কী?
–অনন্ত বড়ুয়া।

২০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল কাহিনী কী?
–রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম।

২১. ক্রমের দিক হতে বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় গ্রন্থ–
– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।

২২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কোন পৌরাণিক গ্রন্থের আলোকে রচিত?
– ভাগবতে'র আলোকে।

২৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি আবিষ্কারের পূর্বে কার অধিকারে ছিল?
– দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে।

২৪. বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
– বিদ্বদ্বল্লভ। ভূবনমোহনের অধ্যক্ষ তাঁকে এ উপাধি দেন।

২৫. বসন্তরঞ্জন রায় ব্যক্তিগত জীবনে কী করতেন?
– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক।

২৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য নাম কী?
–শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

২৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কত খণ্ডে বিভক্ত?
–১৩ খণ্ডে।

২৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তিনটি চরিত্রের নাম লিখুন?
–রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি।

২৯. মর্ত্যবাসী রাধা-কৃষ্ণের আসল পরিচয় কী?
–কৃষ্ণ স্বর্গের বিষ্ণু ও রাধা স্বর্গের লক্ষ্মী।

৩০. বড়ায়ি কোন ধরনের চরিত্র?
– রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতী।

৩১. রাধা ও কৃষ্ণ কীসের প্রতীক?
– জীবাত্মা ও পরমাত্মার।

৩২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কোন ছন্দে রচিত?
– মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

৩৩. মঙ্গলকাব্য কাকে বলে?
– যে কাব্য শ্রবণ করলে মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয়, অকল্যাণ দূর হয়, তাকে মঙ্গলকাব্য বলে।

৩৪. মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য কী?
– দেবদেবীর গুণকীর্তন।

৩৫. মঙ্গলকাব্য কত শ্রেণির?
– ২ ধরনের। লৌকিক ও পৌরাণিক।

৩৬. একটি সার্থক মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?
– ৫টি। বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখন্ড, মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল।

৩৭. দুইটি লৌকিক মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন?
– মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল।

৩৮. একটি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন?
–অন্নদামঙ্গল।

৩৯. মঙ্গলকাব্য রচনার মূল কারণ কী?
– স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ।

৪০. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত?
–মনসা দেবী।

৪১. মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
–কানা হরিদত্ত।

৪২. বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যধারায় সবচেয়ে প্রাচীনতম ধারা কোনটি?
– মনসামঙ্গল কাব্য।

৪৩. মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি কে?
–বিজয় গুপ্ত।

৪৪. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র?
–মনসামঙ্গল কাব্য।

৪৫. মনসামঙ্গল কাব্যের দুইটি চরিত্রের নাম লিখুন?
– চাঁদ সওদাগর, বেহুলা।

৪৬. কোন কাহিনীর জন্য মনসামঙ্গল সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে?
– চাঁদ সওদাগরের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব।

৪৭. মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তার কাব্যের নাম কী?
– বিজয়গুপ্ত, পদ্মপুরাণ।

৪৮. মনসামঙ্গলের কোন কবি সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল?
–দ্বিজ বংশীদাস।

৪৯. কেতকাদাস কার উপাধি?
– ক্ষেমানন্দের।

৫০. মনসাদেবীদের কী কী নামে অবিহিত করা হয়েছে?
– পদ্ম ও কেতকা।

৫১. বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম কী?
– মনসা বিজয়।

৫২. 'বেহুলা' চরিত্রটি কোন মঙ্গলকাব্যের সম্পদ?
– মনসামঙ্গল।

৫৩. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চরিত্র–

– বেহুলা লখিন্দর ।

৫৪. মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য কোনটি?

– চণ্ডীমঙ্গল ।

৫৫. মঙ্গলকাব্যে কোন কোন দেবীর প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা বেশি?

– মনসা ও চণ্ডীদেবীর ।

৫৬. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত?

– ২ খণ্ডে । কালকেতু উপাখ্যান ও ধনপতি উপাখ্যান ।

৫৭. প্রকৃত চণ্ডীমঙ্গল বলতে আমরা কোন খণ্ডকে বুঝি?

– কালকেতু উপাখ্যানকে ।

৫৮. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?

– কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়ু দত্ত, মুরারীশীল, পুষ্পকেতু ।

৫৯. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?

– মানিক দত্ত ।

৬০. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?

– মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । তিনি ১৬ শতকের কবি ।

৬১. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন এবং কেন?

– কবি কঙ্কন । মেদিনীপুর জেলার আড়রা ব্রাহ্মণ জমিদার রঘুনাথ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য তাকে এ উপাধি দেন ।

৬২. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কতজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়?

– ১৯ জন ।

৬৩. ভাড়ুদত্ত কোন কাব্যের চরিত্র?

– চণ্ডীমঙ্গল ।

৬৪. মঙ্গলকাব্য ধারায় কোন কবিকে দু:খবাদী কবি বলে অভিহিত করা হয়?

– চন্ডীদাসকে ।

৬৫. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কে?

– মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ।

৬৬. অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কে?

– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৬৭. মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি কে? তিনি কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর । তিনি ১৭৬০ খ্রি: মৃত্যুবরণ করেন ।

৬৮. "বড়র পিরীত বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ"- চরণ দু'টি কার রচনা?

– ভারতচন্দ্র রায় ।

৬৯. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?

– অন্নদামঙ্গল ।

৭০. অন্নদামঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত? প্রকৃত অন্নদামঙ্গল কোন খণ্ডটি?

– ৩ খণ্ডে । প্রকৃত অন্নদামঙ্গল হল মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান ।

৭১. অন্নদামঙ্গল কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?

– মানসিংহ-ভবানন্দ-প্রতাপাদিত্য, ঈশ্বরীপাটনী ।

৭২. ভারতচন্দ্র রায়ের উপাধি কী? কে, কেন তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?

– গুণাকর । নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার জন্য তাকে এ উপাধি দেন ।

৭৩. মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশেষ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?

– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর । তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি ।

৭৪. "সত্য পীরের প্যাঁচালী" গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

– ভারতচন্দ্র রায় ।

৭৫. নগাষ্টক ও গঙ্গাষ্টক কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতার নাম কী?

– সংস্কৃত ভাষায় লেখা দুটি ক্ষুদ্র কবিতা, রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৭৬. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" ও "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?"-সুভাষিত বাক্য দুটির স্রষ্টা কে?

– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৭৭. "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" ও "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?"-সুভাষিত বাক্য দুটির স্রষ্টা কে?

– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৭৮. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?

– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৭৯. মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন–

– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৮০. 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কার রচনা?

– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ।

৮১. বিদ্যা, সুন্দর, হীরামালিনী চরিত্রগুলো কোন কাব্যে পাওয়া যায়?

– কালিকামঙ্গল কাব্যের ।

৮২. কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্য নাম কী?

– বিদ্যা সুন্দর কাব্য ।

৮৩. কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?

– কবি কঙ্ক ।

৮৪. কালিকামঙ্গল কাব্য ধারার মুসলিম কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?

– সাবিরিদ খান । ষোড়শ শতকের ।

৮৫. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? তার রচিত কাব্যের নাম কী?

–ময়ূরভট্ট । তার রচিত কাব্যের নাম হাকন্দ পুরাণ/(শ্রী ধর্মমঙ্গল কাব্য) ।

৮৬. কবিরঞ্জন কার উপাধি? তার কাব্যের নাম কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?

– রাম প্রসাদ সেনের । তার কাব্যের নাম 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য । নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন ।

৮৭. ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি কে? –ময়ূরভট্ট ।

৮৮. রুপরাম চক্রবর্তী কোন মঙ্গলকাব্য ধারার কবি?

– ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ।

৮৯. ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?

– ঘনরাম চক্রবর্তী । অষ্টাদশ শতকের ।

৯০. ধর্মমঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত ও কী কী?
– দুই খণ্ডে। লাউসেনের কাহিনী ও হরিশচন্দ্রের কাহিনী।

৯১. 'হাকন্দ পুরাণ' গ্রন্থটি কার রচিত? – ময়ূরভট্ট।

৯২. বাংলা সাহিত্যে প্রথম কোন ব্যক্তির জীবনী লেখা হয়?
উত্তর: শ্রী চৈতন্যদেব।

৯৩. 'রসূল বিজয়'-এর রচয়িতা কে?
উত্তর: জয়েন উদ্দীন/জৈনুদ্দিন।

৯৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা গ্রন্থের নাম কী?
উত্তর: শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত।

৯৫. কাকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছিল?
উত্তর: শ্রীচৈতন্য দেবকে অবলম্বন করে জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছিল।

৯৬. জীবনী সাহিত্য ধারার তিনজন কবির নাম লিখুন?
উত্তর: মুরারীগুপ্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস।

৯৭. মধ্যযুগে কাকে অবলম্বন করে একটি যুগের অবতারণা করা হয়েছে?
উত্তর: শ্রীচৈতন্য দেবকে অবলম্বন করে **একটি** যুগের অবতারণা হয়েছিল।

৯৮. শ্রীচৈতন্য দেবের প্রদত্ত নাম কী?
উত্তর: বিশ্বম্বর মিশ্র।

৯৯. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম?
উত্তর: চৈতন্যদেব।

১০০. চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
উত্তর: কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

১০১. শ্রীচৈতন্যদেব কোন ধর্মের প্রবর্তক?
উত্তর: বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক।

১০২. 'অহিংসা পরম ধর্ম' কোন ধর্মের মূলমন্ত্র?
উত্তর: বৌদ্ধ।

১০৩. বৈষ্ণব পদাবলিতে মূলত কীসের সম্পর্ক দেখানো হয়?
– স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক।

১০৪. বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?
– বিদ্যাপতি।

১০৫. পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়?
– বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি।

১০৬. বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কী? – ব্রজবুলি।

১০৭. গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত?
– ব্রজবুলি।

১০৮. "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।" কে লিখেছেন?
– বিদ্যাপতি।

১০৯. বৈষ্ণব পদাবলির কোন কবি অলংকার শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন?
– গোবিন্দ দাস।

১১০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম?
– শ্রী চৈতন্যদেব।

১১১. ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন কে?
– বিদ্যাপতি।

১১২. ব্রজবুলি কোন স্থানের ভাষা?
– মিথিলা-মথুরার ভাষা।

১১৩. পদাবলি সাহিত্যের প্রথম কবি কে?
– চণ্ডীদাস।

১১৪. "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই" চরণটির রচয়িতা কে?
– চণ্ডীদাস।

১১৫. পদাবলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে কাকে অভিহিত করা হয়?
– বিদ্যাপতি।

১১৬. মৈথিলী কোকিল কার উপাধি? তিনি কোন ভাষায় পদ রচনা করেছেন?
– বিদ্যাপতির। ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন।

১১৭. "কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল মঞ্জল চিরহি ঝাপি গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল চলতহি আঙ্গুলি চাপি"-পদটির রচয়িতা কে?
– গোবিন্দ দাস।

১১৮. অভিনব জয়দেব নামে খ্যাত কে?
– বিদ্যাপতি।

১১৯. বৈষ্ণব পদাবলির প্রধান অবলম্বন কী?
– রাধা-কৃষ্ণের প্রেম।

১২০. জয়দেব রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
– গীত গোবিন্দ।

১২১. ব্রজবুলি ভাষার দুইজন কবির নাম লিখুন?
– বিদ্যাপতি, জয়দেব, গোবিন্দদাস।

১২২. কীর্তিলতা, পুরুষ পরীক্ষা, বিভাগসার প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
– বিদ্যাপতি।

১২৩. "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল আমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেলা"-পদটির রচয়িতা কে?
– জ্ঞানদাস।

১২৪. কোন কবির উপাধি 'কবিকণ্ঠহার'?
– বিদ্যাপতি।

১২৫. 'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'- পদটির রচয়িতা কে?
– চণ্ডীদাস।

১২৬. বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?
– ৩ জন।

১২৭. 'সই, কেমনে ধরিব হিয়া আমার বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া' কার রচনা?
– চণ্ডীদাস।

Teacher's Work

১. **মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী?** [৪৩তম বিসিএস]
ক. 'মনসামঙ্গল' খ. 'মনসাবিজয়'
গ. 'পদ্মপুরাণ' ঘ. 'পদ্মাবতী' **উ: গ**

২. **বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?** (৪০তম বিসিএস)
ক. সন্ধ্যাভাষা খ. অধিভাষা
গ. ব্রজবুলি ঘ. সংস্কৃত ভাষা **উ: গ**

৩. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোন ধর্ম প্রচারক এর প্রভাব অপরিসীম?** [৩৬তম বিসিএস]
ক. শ্রীচৈতন্যদেব খ. শ্রীকৃষ্ণ
গ. আদিনাথ ঘ. মনোহর দাস **উ: ক**

৪. **মঙ্গলযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?** [৩৬তম বিসিএস]
ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৫২
গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২ **উ: গ**

৫. **মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?** [৩৫তম বিসিএস]
ক. কানাহরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মানিক দত্ত ঘ. দাশু রায় **উ: ঘ**

৬. **মধ্যযুগের কবি নন কে?** [৩৪ তম বিসিএস]
ক. জয়নন্দী খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. গোবিন্দ দাস ঘ. জ্ঞান দাস **উ: ক**

৭. **বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে-** [৩৪তম বিসিএস]
ক. ১৯৯৯-১২৫০ পর্যন্ত খ. ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত
গ. ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত ঘ. ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত **উ: খ**

৮. **'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন-** [২১তম বিসিএস]
ক. রামাই পণ্ডিত খ. শ্রীকর নন্দী
গ. বিজয় গুপ্ত ঘ. লোচন দাস **উ: ক**

৯. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা কে?** [২৯তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. জ্ঞানদাস খ. দীন চণ্ডীদাস
গ. দীনহীন চণ্ডীদাস ঘ. বড়ু চণ্ডীদাস **উ: ঘ**

১০. **বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের এবং মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি কে?** [২৮তম বিসিএস]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. রাম রাম বসু ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর **উ: খ**

১১. **বিদ্যাপতি কোথাকার রাজসভাকবি ছিলেন?** [২৮তম বিসিএস]
ক. বাংলা খ. ভারত
গ. কনৌজ ঘ. মিথিলা **উ: ঘ**

১২. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ায়ি কী ধরনের চরিত্র?** [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. শ্রী রাধার ননদিনী খ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী
গ. শ্রী রাধার শাশুড়ি ঘ. জনৈক গোপবালা **উ: খ**

১৩. **মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী?** [২৮তম বিসিএসব]
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. কানাহরি দত্ত **উ: খ**

১৪. **ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি?** [২৬তম বিসিএস]
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা ঘ. লক্ষ্মণসেনের রাজসভা **উ: খ**

১৫. **'রূপ লাগি আখি ঝুরে শুনে মন ভোর' কার রচনা?** [২৬তম বিসিএস]
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. লোচনদাস **উ: খ**

১৬. **চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র?** [২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. ধর্মমঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল **উ: খ**

১৭. **'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এই প্রার্থনাটি করেছে-** [২৩তম বিসিএস]
ক. ভাড়ু দত্ত খ. চাঁদ সওদাগর
গ. ঈশ্বরী পাটনী ঘ. কুবের **উ: গ**

১৮. **বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কে?** [২২তম বিসিএস]
ক. বড়ু চণ্ডীদাস খ. মানিক দত্ত
গ. গোঁজলা গুই ঘ. বিদ্যাপতি **উ: ঘ**

১৯. **'ব্রজবুলি' বলতে কী বুঝায়?** [২১তম বিসিএস]
ক. ব্রজধামে কথিত ভাষা
খ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল
গ. একরকম কৃত্রিম কবিভাষা
ঘ. মৈথিলী ভাষার একটি উপভাষা **উ: গ**

২০. **'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- কে বলেছেন?** [২১তম বিসিএস]
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘ. বিবেকানন্দ **উ: ক**

২১. **'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়-** [১৭তম বিসিএস]
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. মদন মোহন তর্কালংকার ঘ. কামিনী রায় **উ: খ**

২২. **রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থে কোন দুই ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে?**
ক. মুসলমান ও হিন্দু খ. হিন্দু ও বৌদ্ধ
গ. মুসলমান ও বৌদ্ধ ঘ. হিন্দু ও খ্রিস্টান **উ: খ**

২৩. **'সেক শুভোদয়া' কার লেখা?**
ক. জয়দেব খ. শ্রী চৈতন্যদেব
গ. রামাই পণ্ডিত ঘ. হলায়ুধ মিশ্র **উ: ঘ**

২৪. **হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' কোন ভাষায় রচিত?**
ক. বাংলা খ. হিন্দি
গ. সংস্কৃত ঘ. পালি **উ: গ**

২৫. **'চম্পুকাব্য' কী?**
ক. এক ধরনের গীতিকাব্য খ. নাথ সাহিত্যের অপর নাম
গ. গদ্যকাব্য ঘ. গদ্যপদ্য মিশ্রিত কাব্য **উ: ঘ**

২৬. **মধ্যযুগের প্রথম কবি হচ্ছে-**
ক. কাহ্নপা খ. বিদ্যাপতি
গ. বড়ু চণ্ডীদাস ঘ. মালাধর বসু **উ: গ**

২৭. **বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান কোনটি?**
ক. বীরভূম জেলার নানুর গ্রাম
খ. বীরভূম জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম
গ. বাঁকুড়া জেলার নানুর গ্রাম
ঘ. বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম **উ: ক**

২৮. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল কত?**
ক. ১৩০০ খ্রি. খ. ১৩৫০ খ্রি.
গ. ১৪০০ খ্রি. ঘ. ১৪৫০ খ্রি. **উ: গ**

২৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৯০৭ সালে খ. ১৯০৮ সালে
গ. ১৯০৯ সালে ঘ. ১৯১৬ সালে **উ: গ**

৩০. বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম কী?
ক. চণ্ডীদাস খ. বড়ু
গ. অনন্ত ঘ. নিমাই **উ: গ**

৩১. ব্রজবুলি কী?
ক. বাংলার ভাষা খ. ব্রজভূমির ভাষা
গ. কৃত্রিম কবিভাষা ঘ. মথুরার ভাষা **উ: গ**

৩২. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস
গ. জয়দেব ঘ. চৈতন্যদেব **উ: ক**

৩৩. বৈষ্ণব পদসাহিত্য রচয়িতা-
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. গোবিন্দ দাস ঘ. তিনজনই **উ: ঘ**

৩৪. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের একখানি পুঁথিতে এর প্রকৃত যে পরোক্ষ হদিস পাওয়া যায়, সেটি কী?
ক. শ্রীকৃষ্ণলীলা খ. শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
গ. শ্রীকৃষ্ণভগবত ঘ. শ্রীগোকল **উ: খ**

৩৫. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ১৩টি খণ্ডের মধ্যে একমাত্র কোন খণ্ডের শেষে 'খণ্ড' শব্দ যোগ করা হয়নি?
ক. প্রথম খ. সপ্তম
গ. একাদশ ঘ. ত্রয়োদশ **উ: ঘ**

৩৬. কৃষ্ণের স্বর্গীয় নাম কী?
ক. বিষ্ণু খ. হরি
গ. অবতার ঘ. ভগবান **উ: ক**

৩৭. 'আকুল শরীর মোর বেকুল মন। বাশীর শবদেঁ মোর আউলাইলোঁ রান্ধন ॥'- কোন কবির রচনা?
ক. বিদ্যাপতি খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. পদাবলির চণ্ডীদাস **উ: খ**

৩৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কে আবিষ্কার করেন?
ক. বসন্তরঞ্জন রায় খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঘ. বিদ্যাপতি **উ: ক**

৩৯. বাংলা ভাষায় রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত?
ক. নয় খ. এগার
গ. তের ঘ. পনের **উ: গ**

৪০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পাদনা করেন-
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ **উ: ঘ**

৪১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি প্রধান ক'টি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি **উ: খ**

৪২. 'বাসলী (বাশুলী) চরণে চণ্ডীদাস এই গান গাইলেন'-এখানে 'বাসলী' কে?
ক. রাধা খ. কৃষ্ণ
গ. বিশালাক্ষী দেবী ঘ. চণ্ডী উপাসা দেবতা **উ: গ**

৪৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়-
ক. নেপালের রাজদরবার থেকে
খ. বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে
গ. নেপালের রাজবাড়ির রান্নাঘর থেকে
ঘ. বার্মার এক গৃহস্থ বাড়ি থেকে **উ: খ**

৪৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি সম্পাদিত হয়-
ক. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে
খ. শ্রীরামপুর মিশন থেকে
গ. রামকৃষ্ণ মিশন থেকে
ঘ. জানা সম্ভব হয়নি **উ: ক**

৪৫. শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?
ক. ভাবরস খ. মধুর রস
গ. প্রেম রস ঘ. লীলা রস **উ: খ**

৪৬. শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত-
ক. রামনিধি গুপ্ত খ. দাশরথি রায়
গ. এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ঘ. রামপ্রসাদ সেন **উ: ঘ**

৪৭. মধ্যযুগের কবি নন কে?
ক. জয়নন্দী খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. গোবিন্দ দাস ঘ. জ্ঞান দাস **উ: ক**

৪৮. পদাবলির প্রথম কবি কে? অথবা, বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিদ্যাপতি
গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস **উ: খ**

৪৯. কোন উক্তিটি ঠিক?
ক. বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাংলার এক প্রকার কাহিনিকাব্য
খ. বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা
গ. বৈষ্ণব পদাবলি পদ্যে রচিত চৈতন্য দেবের জীবনী বিশেষ
ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র অনুভূতি সম্বলিত এক প্রকার গান **উ: ঘ**

৫০. বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙ্গালি কবি কে?
ক. গোবিন্দদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. বিদ্যাপতি **উ: ঘ**

৫১. বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কী?
ক. মাগধী খ. অসমিয়া
গ. ব্রজবুলি ঘ. জগাখিচুড়ি **উ: গ**

৫২. ব্রজভাষা কী?
ক. বাংলার ভাষা খ. ব্রজভূমির ভাষা
গ. কৃত্রিম কবিভাষা ঘ. মথুরার ভাষা **উ: গ**

৫৩. গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত?
ক. প্রাচীন বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. অবহট্‌ঠ **উ: গ**

৫৪. কোন যুগকে প্রাক চৈতন্যযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়?
ক. ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে
খ. চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীকে
গ. পঞ্চদশ শতাব্দীকে
ঘ. পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীকে **উ: খ**

৫৫. জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচিত হয় কোন শাসনের সময়?
ক. পাল শাসন খ. সেন শাসন
গ. সুলতানী শাসন ঘ. মুঘল শাসন **উ: খ**

৫৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীনতম চণ্ডীদাস কে?
ক. দীন চণ্ডীদাস খ. দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ. বড়ু চণ্ডীদাস ঘ. চণ্ডীদাস **উ: গ**

৫৭. বাংলায় এক ছত্র পদ না লিখেও কে বাংলার কবি হয়েছিলেন?
ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. গোবিন্দ দাস **উ: ক**

৫৮. 'বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: গ**

৫৯. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস
গ. জয়দেব ঘ. চৈতন্যদেব **উ: ক**

৬০. বিদ্যাপতির জন্ম-
ক. আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
খ. আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
গ. আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে
ঘ. তার জন্মকাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি **উ: খ**

৬১. বৈষ্ণব পদসাহিত্য রচয়িতা-
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. গোবিন্দ দাস ঘ. তিনজনই **উ: ঘ**

৬২. বৈষ্ণব সাহিত্য কোনটির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত?
ক. চৈতন্য জীবনী খ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা
গ. বৌদ্ধধর্ম ঘ. ব্রাহ্মধর্ম **উ: খ**

৬৩. বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ কোন ভাষায় রচিত?
ক. মৈথিলি ভাষায় খ. বাংলা ভাষায়
গ. প্রাকৃত ভাষায় ঘ. ব্রজবুলি ভাষায় **উ: ঘ**

৬৪. ব্রজবুলি ভাষা কোন ভাষাদ্বয়ের মিশ্রণ?
ক. মৈথিলি ও বাংলা খ. মৈথিলি ও হিন্দি
গ. বাংলা ও হিন্দি ঘ. বাংলা ও সংস্কৃত **উ: ক**

৬৫. তিনটি শ, ষ, স- এর মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় কোনটি ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. শ খ. ষ
গ. স ঘ. একটিও নয় **উ: গ**

৬৬. রবীন্দ্রনাথ কার কাব্যকে [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে] 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' বলে অভিহিত করেছেন?
ক. বিদ্যাপতির খ. জ্ঞানদাসের
গ. চণ্ডিদাসের ঘ. গোবিন্দদাসের **উ: ক**

৬৭. 'অভিনব জয়দেব' কোন কবি?
ক. চণ্ডীদাস খ. বড় চণ্ডীদাস
গ. দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ. বিদ্যাপতি **উ: ঘ**

৬৮. বৈষ্ণব পদাবলিতে মূলত কিসের সম্পর্ক দেখানো হয়?
ক. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক
খ. রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক
গ. নর ও নারীর সম্পর্ক
ঘ. চৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক **উ: ক**

৬৯. 'সই, কেমনে ধরিব হিয়া আমারি বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া'- কার রচনা?
ক. বড়ু চণ্ডীদাস খ. দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ. দীন চণ্ডীদাস ঘ. লালন ফকির **উ: ক**

৭০. 'কীর্তিলতা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. বড়ু চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. চণ্ডীদাস **উ: খ**

৭১. 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।'- কে লিখেছেন?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: খ**

৭২. সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'- কার রচনা?
ক. বিদ্যাপতি খ. গোবিন্দ দাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. চণ্ডীদাস **উ: ঘ**

৭৩. গোবিন্দদাস কতগুলো পদ রচনা করেছেন?
ক. প্রায় পাঁচশত খ. প্রায় ছয়শত
গ. প্রায় সাতশত ঘ. প্রায় আটশত **উ: গ**

৭৪. মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক. ১৯৭৫ খ. ১৭৫২
গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২ **উ: গ**

৭৫. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মানিক দত্ত ঘ. দাশু রায় **উ: ঘ**

৭৬. মঙ্গল যুগের সর্বশেষ কবি কে?
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. কানাহরি দত্ত **উ: খ**

৭৭. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি?
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা ঘ. লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা **উ: খ**

৭৮. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?
ক. লখিন্দরের দেবী খ. পদ্মাবতী দেবী
গ. মনসা দেবী ঘ. বেহুলা ও চাঁদসদাগর **উ: গ**

৭৯. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন ধারার কবি?
ক. মনসামঙ্গল খ. শীতলা মঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. পদাবলি **উ: গ**

৮০. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. হরিদত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস **উ: খ**

৮১. মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. মা মনসার পূজা করা খ. চণ্ডীপূজা করা
গ. ধর্মের মঙ্গল সাধনা ঘ. বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা **উ: ঘ**

৮২. বিজয়গুপ্ত কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. মুন্সিগঞ্জ খ. বরিশাল
গ. ফরিদপুর ঘ. চট্টগ্রাম **উ: খ**

৮৩. চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি কে?
ক. মুকুন্দরাম খ. দ্বিজ মাধব
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত **উ: গ**

৮৪. দ্বিজ বংশীদাসের জন্ম কোথায়?
ক. ময়মনসিংহ খ. কলকাতায়
গ. মিথিলায় ঘ. সিলেট **উ: ক**

৮৫. 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ' নামের মূল নাম কোনটি?
ক. কেতকাদাস খ. ক্ষেমানন্দ
গ. সম্পূর্ণ অংশ ঘ. কোনোটিই নয় **উ: খ**

৮৬. সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্য কয়টি কাহিনি নিয়ে রচিত?
ক. দুটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি **উ: ক**

৮৭. ভবানন্দ মজুমদারের পূর্বনাম কি ছিল?
ক. ভবানন্দ খ. মজুমদার
গ. দুর্গাদাস ঘ. ভবানন্দ মজুমদার **উ: গ**

৮৮. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কোন গ্রন্থ রচনা করেন?
ক. মনসামঙ্গল খ. ধর্মমঙ্গল
গ. অন্নদামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল **উ: গ**

৮৯. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
ক. রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খ. চন্দ্র সুধর্মার
গ. জমিদার রঘুনাথ রায়ের ঘ. মাগন ঠাকুরের **উ: গ**

৯০. প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলোকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ **উ: গ**

৯১. কোনটি পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. গৌরীমঙ্গল
গ. দুর্গামঙ্গল ঘ. তিনটিই উ: ঘ

৯২. কোনটি লৌকিক মঙ্গলকাব্য?
ক. মনসামঙ্গল খ. চণ্ডীমঙ্গল
গ. সারদামঙ্গল ঘ. সবগুলোই উ: ঘ

৯৩. মঙ্গলকাব্যে প্রধানত কোন ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. পয়ার ছন্দ খ. স্বরবৃত্ত ছন্দ
গ. মুক্তক ছন্দ ঘ. গৈরিশ ছন্দ উ: ক

৯৪. মঙ্গলযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৫২
গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২ উ: গ

৯৫. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোন ধর্ম প্রচারক এর প্রভাব অপরিসীম?
ক. শ্রীচৈতন্যদেব খ. শ্রীকৃষ্ণ
গ. আদিনাথ ঘ. মনোহর দাস উ: ক

৯৬. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে-
ক. ১৯৯৯-১২৫০ পর্যন্ত খ. ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত
গ. ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত ঘ. ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত উ: খ

৯৭. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী?
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. কানাহরি দত্ত উ: খ

৯৮. গোবিন্দদাস কতগুলো পদ রচনা করেছেন?
ক. প্রায় পাঁচশত খ. প্রায় ছয়শত
গ. প্রায় সাতশত ঘ. প্রায় আটশত উ: গ

৯৯. মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক. ১৯৭৫ খ. ১৭৫২
গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২ উ: গ

১০০. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মানিক দত্ত ঘ. দাশু রায় উ: ঘ

১০১. মঙ্গল যুগের সর্বশেষ কবি কে?
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. কানাহরি দত্ত উ: খ

১০২. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?
ক. লখিন্দরের দেবী খ. পদ্মাবতী দেবী
গ. মনসা দেবী ঘ. বেহুলা ও চাঁদসদাগর উ: গ

১০৩. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদিকবি কে?
ক. বিজয় দত্ত খ. ময়ূর ভট্ট
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানা হরিদত্ত উ: ঘ

১০৪. 'মনসামঙ্গল'-এর লেখক কে?
ক. কৃত্তিবাস খ. মালাধর বসু
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানা হরিদত্ত উ: ঘ

১০৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন ধারার কবি?
ক. মনসামঙ্গল খ. শীতলা মঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. পদাবলি উ: গ

১০৬. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. হরিদত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস উ: খ

১০৭. মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. মা মনসার পূজা করা খ. চণ্ডীপূজা করা
গ. ধর্মের মঙ্গল সাধনা ঘ. বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা উ: ঘ

১০৮. মনসামঙ্গলের কবি কে?
ক. বিজয় গুপ্ত খ. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ. বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ. ওপরের তিনজনই উ: ঘ

১০৯. বিজয়গুপ্ত কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. মুন্সিগঞ্জ খ. বরিশাল
গ. ফরিদপুর ঘ. চট্টগ্রাম উ: খ

১১০. 'মনসাবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. বিপ্রদাস পিপিলাই খ. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ. বিজয় গুপ্ত ঘ. নারায়ণদেব উ: ক

১১১. চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি কে?
ক. মুকুন্দরাম খ. দ্বিজ মাধব
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত উ: গ

১১২. 'বাইশা' কী?
ক. মনসামঙ্গল কাব্যের একজন কবি
খ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একজন কবি
গ. মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশ জন ছোট-বড় কবি
ঘ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছোট-বড় বাইশ জন কবি উ: গ

১১৩. দ্বিজ বংশীদাসের জন্ম কোথায়?
ক. ময়মনসিংহ খ. কলকাতায়
গ. মিথিলায় ঘ. সিলেট উ: ক

১১৪. 'কেতকাদাস ক্ষ্যামনান্দ' নামের মূল নাম কোনটি?
ক. কেতকাদাস খ. ক্ষ্যামানন্দ
গ. সম্পূর্ণ অংশ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

১১৫. সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্য কয়টি কাহিনি নিয়ে রচিত?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি উ: ক

১১৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি কে?
ক. ভারতচন্দ্র খ. ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত
গ. দুর্গাদাস ঘ. ভবানন্দ মজুমদার উ: ক

১১৭. ভবানন্দ মজুমদারের পূর্বনাম কি ছিল?
ক. ভবানন্দ খ. মজুমদার
গ. দুর্গাদাস ঘ. ভবানন্দ মজুমদার উ: গ

১১৮. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কোন গ্রন্থ রচনা করেন?
ক. মনসামঙ্গল খ. ধর্মমঙ্গল
গ. অন্নদামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল উ: গ

১১৯. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
ক. রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খ. চন্দ্র সুধর্মার
গ. জমিদার রঘুনাথ রায়ের ঘ. মাগন ঠাকুরের উ: গ

১২০. প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলোকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ উ: গ

১২১. কোনটি পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. গৌরীমঙ্গল
গ. দুর্গামঙ্গল ঘ. তিনটিই উ: ঘ

১২২. কোনটি লৌকিক মঙ্গলকাব্য?
ক. মনসামঙ্গল খ. চণ্ডীমঙ্গল
গ. সারদামঙ্গল ঘ. সবগুলোই উ: ঘ

১২৩. মঙ্গলকাব্যে প্রধানত কোন ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. পয়ার ছন্দ খ. স্বরবৃত্ত ছন্দ
গ. মুক্তক ছন্দ ঘ. গৈরিশ ছন্দ উ: ক

১২৪. সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কি?
ক. ক্ষেমানন্দ খ. কেতকা
গ. পদ্মাবতী ঘ. খ ও গ উ: ঘ

১২৫. মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি?
ক. শূন্যপুরাণ খ. ডাকার্ণব
গ. গীত গোবিন্দ ঘ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন উ: ঘ

১২৬. নিচের কোনটি মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান একটি ধারা?
ক. মঙ্গলকাব্য খ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান
গ. অনুবাদ সাহিত্য ঘ. বৈষ্ণব পদাবলী **উ: ক**

১২৭. আলাওল কোন শতকের কবি?
ক. পঞ্চদশ খ. ষোড়শ
গ. সপ্তদশ ঘ. অষ্টাদশ **উ: গ**

১২৮. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?
ক. প্রাচীন যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. অন্তমধ্য যুগ ঘ. আধুনিক যুগ **উ: খ**

১২৯. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদকের নাম কি?
ক. চন্দ্রকলাবতী খ. চন্দ্রাবতী
গ. পদ্মাবতী ঘ. কামিনী রায় **উ: খ**

১৩০. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি-
ক. দৌলত কাজী খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. মুহম্মদ কবীর ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর **উ: ঘ**

১৩১. 'ইউসুফ জুলেখা' কি জাতীয় রচনা?
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ঘ. রম্যরচনা **উ: গ**

১৩২. 'লাইলী-মজনু' কাব্যের অনুবাদক হলেন-
ক. সাবিরিদ খান খ. সৈয়দ সুলতান
গ. দৌলত উজির বাহরাম খান ঘ. আলাওল **উ: গ**

১৩৩. 'লাইলী মজনু' কাব্যের উপাখ্যান কোন দেশের?
ক. সৌদি আরব খ. ইরাক
গ. ইরান ঘ. মিশর **উ: গ**

১৩৪. 'গুল-ই বকাওলী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. মুহাম্মদ মুকিম খ. শা'বারিদ খান
গ. ফকীর গরীবুল্লাহ ঘ. দৌলত উজির বাহরাম খান **উ: ক**

১৩৫. 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রনী' কাব্যটির রচয়িতা-
ক. আলাওল খ. দৌলত কাজী
গ. মাগন ঠাকুর ঘ. মরদন **উ: খ**

১৩৬. মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি?
ক. সর্বাধুনিক যুগের খ. আধুনিক যুগের
গ. প্রাচীন যুগের ঘ. মধ্যযুগের **উ: ঘ**

১৩৭. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?
ক. নাসির মাহমুদ খ. আলাওল
গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. শাহ গরীবউল্লাহ **উ: খ**

১৩৮. হিন্দি 'পদুমাবৎ' এর অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা-
ক. দৌলত উজির বাহরাম খান
খ. সৈয়দ সুলতান
গ. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ
ঘ. আলাওল **উ: ঘ**

১৩৯. আলাওল রচিত গ্রন্থ-
ক. পদ্মাবতী খ. লাইলী মজনু
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. গোরক্ষ বিজয় **উ: ক**

১৪০. কোনটি শোক গীতি বা বিলাপ সঙ্গীত?
ক. সারিগান খ. মর্সিয়া
গ. ভাটিয়ালী ঘ. হাম্‌দ **উ: খ**

১৪১. মধ্যযুগের কোন সাহিত্য কৃষিকাজের জন্য উপযোগী?
ক. লোক সাহিত্য খ. ডাক ও খনার বচন
গ. পুঁথি সাহিত্য ঘ. ব্রত কথা **উ: খ**

১৪২. বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রণয়োপাখ্যান কোনটি?
ক. পদ্মাবতী খ. চন্দ্রাবতী
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. লাইলী মজনু **উ: গ**

১৪৩. বিদ্যাপতি কোথাকার রাজসভাকবি ছিলেন? *[২৮তম বিসিএস]*
ক. বাংলা খ. ভারত
গ. কনৌজ ঘ. মিথিলা **উ: ঘ**

১৪৪. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি? *[২৬তম বিসিএস]*
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা ঘ. লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা **উ: খ**

১৪৫. 'রূপ লাগি আখি ঝুরে গুনে মন ভোর' কার রচনা? *[২৬তম বিসিএস]*
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. লোচনদাস **উ: খ**

১৪৬. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? *[২৩তম বিসিএস]*
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. ধর্মমঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল **উ: খ**

১৪৭. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এই প্রার্থনাটি করেছে- *[২৩তম বিসিএস]*
ক. ভাড়ু দত্ত খ. চাঁদ সওদাগর
গ. ঈশ্বরী পাটনী ঘ. কুবের **উ: গ**

১৪৮. বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কে? *[২২তম বিসিএস]*
ক. বড়ু চণ্ডীদাস খ. মানিক দত্ত
গ. গোঁজলা গুই ঘ. বিদ্যাপতি **উ: ঘ**

১৪৯. 'ব্রজবুলি' বলতে কী বুঝায়? *[২১তম বিসিএস]*
ক. ব্রজধামে কথিত ভাষা
খ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল
গ. একরকম কৃত্রিম কবিভাষা
ঘ. মৈথিলী ভাষার একটি উপাভাষা **উ: গ**

১৫০. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়- *[১৭তম বিসিএস]*
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. মদন মোহন তর্কালংকার ঘ. কামিনী রায় **উ: খ**

১৫১. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
ক. কানাহরি দত্ত খ. বিজয় গুপ্ত
গ. মুকুন্দ রাম ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর **উ: ঘ**

১৫২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম?
ক. শ্রী চৈতন্যদেব খ. শ্রীকৃষ্ণ
গ. আদিনাথ ঘ. আউল মনোহর দাশ **উ: ক**

১৫৩. আলাওলের কাব্যের নাম-
ক. ইউসুফ-জোলেখা খ. লায়লী-মজনু
গ. মধুমালতী ঘ. পদ্মাবতী **উ: ঘ**

১৫৪. গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত?
ক. প্রাচীন বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. অবহট্‌ঠ **উ: গ**

১৫৫. জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচিত হয় কোন শাসনের সময়?
ক. পাল শাসন খ. সেন শাসন
গ. সুলতানী শাসন ঘ. মুঘল শাসন **উ: খ**

১৫৬. তিনটি শ, ষ, স- এর মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় কোনটি ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. শ খ. ষ
গ. স ঘ. একটিও নয় **উ: গ**

১৫৭. 'কীর্তিলতা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. বড় চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. চণ্ডীদাস **উ: খ**

১৫৮. 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।'-কে লিখেছেন?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: খ**

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. কোন শাসকদের সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?
ক. পাল খ. সেন
গ. গুপ্ত ঘ. তুর্কি **উ: ঘ**

২. কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়?
ক. ১২০১-১৩৫০ খ্রি. খ. ৬০০-৯৫০ খ্রি.
গ. ১৩৫১-১৫০০ খ্রি. ঘ. ৬০০-৭৫০ খ্রি. **উ: ক**

৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন কোনটি?
ক. শূন্যপুরাণ খ. ডাকার্ণব
গ. গীতগোবিন্দ ঘ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন **উ: ঘ**

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি?
ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ. চর্যাপদ
গ. বৈষ্ণব পদাবলি ঘ. নাথ সাহিত্য **উ: গ**

৫. সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. চর্যাপদ খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. পদ্মাবতী **উ: খ**

৬. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা-
ক. চণ্ডীদাস খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ. দীন চণ্ডীদাস **উ: খ**

৭. মধ্যযুগের প্রথম কবি হচ্ছে–
ক. কাহ্নপা খ. বিদ্যাপতি
গ. বড়ু চণ্ডীদাস ঘ) মালাধর বসু **উ: গ**

৮. মধ্যযুগীয় এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যের উদাহরণ-
ক. গীতিকাব্য খ. মঙ্গলকাব্য
গ. জীবনীকাব্য ঘ. চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় **উ: খ**

৯. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন কী?
ক. চতুর্দশপদী কবিতা খ. চর্যাপদ
গ. ছোটগল্প ঘ. মঙ্গলকাব্য **উ: ঘ**

১০. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-
ক. লোকসংগীত খ. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ. ধর্মবিষয়ক আখ্যান ঘ. পীর পাঁচালী **উ: গ**

১১. নিচের কোনটি মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান একটি ধারা?
ক. মঙ্গলকাব্য খ. অনুবাদ সাহিত্য
গ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যানঘ. বৈষ্ণব পদাবলি **উ: ক**

১২. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লিখিত কারণ কী?
ক. রাজাদের প্রাপ্তি
খ. স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ. রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ. রাজকবির দায়িত্ব পালন **উ: খ**

১৩. মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশী?
ক. শিবায়ন ও ধর্মঠাকুর খ. মনসা ও শিবমঙ্গল
গ. চণ্ডী ও শিবায়ন ঘ. মনসা ও চণ্ডী **উ: ঘ**

১৪. কোন মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?
ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭ টি ঘ. ৮ টি **উ: খ**

১৫. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. মানিক দত্ত
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. দাশু রায় **উ: ঘ**

১৬. মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা নন-
ক. ভারতচন্দ্র খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বিজয় গুপ্ত **উ: খ**

১৭. কোনটি আধুনিকযুগের কাব্য?
ক. মনসামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. কালিকামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল **উ: ঘ**

১৮. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কে?
ক. কৃত্তিবাস খ. মালাধর বসু
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত **উ: ঘ**

১৯. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?
ক. লখিন্দরের দেবী খ. পদ্মাবতী দেবী
গ. মনসা দেবী ঘ. বেহুলা ও চাঁদসুন্দর **উ: গ**

২০. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন ধারার কবি?
ক. মনসামঙ্গল ক. শীতলামঙ্গল
গ.চণ্ডীমঙ্গল ঘ. পদাবলি **উ: গ**

২১. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. শাহ মুহম্মদ সগীর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর **উ: গ**

২২. 'কবিকঙ্কন' কার উপাধি?
ক. মালাধর বসু খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: খ**

২৩. মধ্যযুগীয় এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যের উদাহরণ-
ক. গীতিকাব্য খ. মঙ্গলকাব্য
গ. জীবনীকাব্য ঘ. চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় **উ: খ**

২৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন কী?
ক. চতুর্দশপদী কবিতা খ. চর্যাপদ
গ. ছোটগল্প ঘ. মঙ্গলকাব্য **উ: ঘ**

২৫. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-
ক. লোকসংগীত খ. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ. ধর্মবিষয়ক আখ্যান ঘ. পীর পাঁচালী **উ: গ**

২৬. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লিখিত কারণ কী?
ক. রাজাদের প্রাপ্তি
খ. স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ. রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ. রাজকবির দায়িত্ব পালন **উ: খ**

২৭. নিচের কোনটি মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান একটি ধারা?
ক. মঙ্গলকাব্য খ. অনুবাদ সাহিত্য
গ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি
উ: ক

২৮. মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশী?
ক. শিবায়ন ও ধর্মঠাকুর খ. মনসা ও শিবমঙ্গল
গ. চণ্ডী ও শিবায়ন ঘ. মনসা ও চণ্ডী
উ: ঘ

২৯. কোন মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?
ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি
উ: খ

৩০. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. মানিক দত্ত
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. দাশু রায়
উ: ঘ

৩১. মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা নন-
ক. ভারতচন্দ্র খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বিজয় গুপ্ত
উ: খ

৩২. কোনটি আধুনিকযুগের কাব্য?
ক. মনসামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. কালিকামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল
উ: ঘ

৩৩. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কে?
ক. কৃত্তিবাস খ. মালাধর বসু
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত
উ: ঘ

৩৪. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?
ক. লখিন্দরের দেবী খ. পদ্মাবতী দেবী
গ. মনসা দেবী ঘ. বেহুলা ও চাঁদসুন্দর
উ: গ

৩৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন ধারার কবি?
ক. মনসামঙ্গল ক. শীতলামঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. পদাবলি
উ: গ

৩৬. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. শাহ মুহম্মদ সগীর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
উ: গ

৩৭. 'কবিকঙ্কন' কার উপাধি?
ক. মালাধর বসু খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
উ: খ

৩৮. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি কে?
ক. শ্রীচৈতন্য দেব খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. চণ্ডীদাস
উ: খ

৩৯. বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. আলাওল
উ: ক

৪০. পদ বা পদাবলি বলতে কি বুঝায়?
ক. লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য বা কবিতাবলী
খ. পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
গ. বাউল বা মরমী গীতি
ঘ. বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি
উ: খ

৪১. বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?
ক. ৩ জন খ. ২ জন
গ. ৪ জন ঘ. ৫ জন
উ: ক

৪২. 'মৈথিলী কোকিল' খ্যাত কে?
ক. জ্ঞানদাস খ. গোবিন্দদাস
গ. বিদ্যাদাস ঘ. বিদ্যাপতি
উ: ঘ

৪৩. কোন কবির উপাধি 'কবিকণ্ঠহার'?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারতচন্দ্র
উ: খ

৪৪. বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?
ক. গোবিন্দদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. বিদ্যাপতি
উ: ঘ

৪৫. বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন?
ক. নবদ্বীপের খ. মিথিলার
গ. বৃন্দাবনের ঘ. বর্ধমানের
উ: খ

৪৬. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেন?
ক. ফারসি খ. ব্রজবুলি
গ. মারাঠি ঘ. হিন্দি
উ: খ

৪৭. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
ক. বিদ্যাপতি খ. জয়দেব
গ. গোবিন্দদাস ঘ. এদের কেউ নয়
উ: ক

৪৮. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
ক. কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ. কাশীরাম দাস
গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. সঞ্জয়
উ: খ

৪৯. কাশীরাম দাস কোন গ্রন্থের অনুবাদক?
ক. মহাভারত খ. বেদ
গ. রামায়ণ ঘ. গীতা
উ: ক

৫০. 'বিদ্যাপতি' কোথাকার কবি?
ক. পাটনা খ. আসাম
গ. মিথিলা ঘ. কলকাতা
উ: গ

৫১. 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. দৌলত কাজী খ. মাগন ঠাকুর
গ. সৈয়দ আলাওল ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর
উ: গ

৫২. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি কে? অথবা, বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিদ্যাপতি
গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস
উ: খ

৫৩. কোন উক্তিটি ঠিক?
ক. বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাংলার এক প্রকার কাহিনিকাব্য
খ. বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা
গ. বৈষ্ণব পদাবলি পদ্যে রচিত চৈতন্য দেবের জীবনী বিশেষ
ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র অনুভূতি সম্বলিত এক প্রকার গান
উ: ঘ

৫৪. বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কী?
ক. মাগধী খ. অসমিয়া
গ. ব্রজবুলি ঘ. জগাখিচুড়ি
উ: গ

৫৫. ব্রজভাষা কী?
ক. বাংলার ভাষা খ. ব্রজভূমির ভাষা
গ. কৃত্রিম কবিভাষা ঘ. মথুরার ভাষা
উ: গ

৫৬. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করতেন?
ক. বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. পালি
উ: গ

৫৭. বিদ্যাপতির জন্ম-
ক. আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
খ. আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
গ. আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে
ঘ. তার জন্মকাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি **উ: খ**

৫৮. বৈষ্ণব পদসাহিত্য রচয়িতা-
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. গোবিন্দ দাস ঘ. তিনজনই **উ: ঘ**

৫৯. বৈষ্ণব সাহিত্য কোনটির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত?
ক. চৈতন্য জীবনী খ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা
গ. বৌদ্ধধর্ম ঘ. ব্রাহ্মধর্ম **উ: খ**

৬০. বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ কোন ভাষায় রচিত?
ক. মৈথিলি ভাষায় খ. বাংলা ভাষায়
গ. প্রাকৃত ভাষায় ঘ. ব্রজবুলি ভাষায় **উ: ঘ**

৬১. রবীন্দ্রনাথ কার কাব্যকে [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে] 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' বলে অভিহিত করেছেন?
ক. বিদ্যাপতির খ. জ্ঞানদাসের
গ. চণ্ডিদাসের ঘ. গোবিন্দদাসের **উ: ক**

৬২. 'অভিনব জয়দেব' কোন কবি?
ক. চণ্ডীদাস খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ. বিদ্যাপতি **উ: ঘ**

৬৩. বৈষ্ণব পদাবলিতে মূলত কিসের সম্পর্ক দেখানো হয়?
ক. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক
খ. রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক
গ. নর ও নারীর সম্পর্ক
ঘ. চৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক **উ: ক**

৬৪. 'সই, কেমনে ধরিব হিয়া আমারি বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া'- কার রচনা?
ক. বড়ু চণ্ডীদাস খ. দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ. দীন চণ্ডীদাস ঘ. লালন ফকির **উ: খ**

৬৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীনতম চণ্ডীদাস কে?
ক. দীন চণ্ডীদাস খ. দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ. বড়ু চণ্ডীদাস ঘ. চণ্ডীদাস **উ: গ**

৬৬. বাংলায় এক ছত্র পদ না লিখেও কে বাংলার কবি হয়েছিলেন?
ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. গোবিন্দ দাস **উ: ক**

৬৭. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস
গ. জয়দেব ঘ. চৈতন্যদেব **উ: ক**

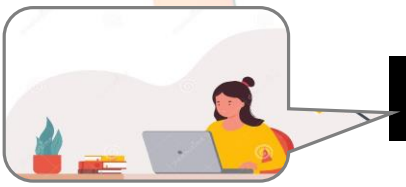

Self Study

১. 'শূন্যপুরাণ' কাব্য কার রচনা?
ক. লুইপা খ. কাহ্নপা
গ. দৌলত উজির বাহরাম খান ঘ. রামাই পণ্ডিত **উ: ঘ**

২. 'আঁধার যুগে'র রচনা বলা হয় কোনটিকে?
ক. চর্যাপদ খ. মনসামঙ্গল
গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ. প্রাকৃতপৈঙ্গল **উ: ক**

৩. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার করেন–
ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. রামমোহন রায়
গ. বসন্তরঞ্জন রায় ঘ. প্রমথ চৌধুরী **উ: ঘ**

৪. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয় কোথায়?
ক. রাজপ্রাসাদে খ. গোয়ালঘরে
গ. কুঁড়েঘরে ঘ. গ্রন্থাগারে **উ: গ**

৫. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা-
ক. ১৪ খ. ১৫
গ. ১৩ ঘ. ১২ **উ: খ**

৬. 'বড়ায়ি' কোন কাব্যের চরিত্র?
ক. মনসামঙ্গল খ. চণ্ডীমঙ্গল
গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ. পদ্মাবতী **উ: খ**

৭. গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত-
ক. পদাবলি খ. ধামলি
গ. প্রেমগীতি ঘ. নাটগীতি **উ: গ**

৮. কোন কবি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা?
ক. বংশীদাস চক্রবর্তী খ. রূপরাম চক্রবর্তী
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বলরাম চক্রবর্তী **উ: খ**

৯. ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. ময়ূর ভট্ট ঘ. কানাহরি দত্ত **উ: ঘ**

১০. কোনটি কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি?
ক. রায়গুণাকর খ. কবিকণ্ঠহার
গ. কবিকঙ্কন ঘ. কবিরঞ্জন **উ: গ**

১১. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি?
ক. মালাধর বসু খ. মুকুন্দরাম
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. ময়ূরভট্ট **উ: ক**

১২. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. রামরাম বসু ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর **উ: খ**

১৩. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. হরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস **উ: ঘ**

১৪. "অন্নদামঙ্গল' কাব্য কে রচনা করেন?
ক. কানাহরি দত্ত খ. বিজয় গুপ্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর **উ: খ**

১৫. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
ক. কানাহরি দত্ত খ. বিজয় গুপ্ত
গ. মুকুন্দরাম ঘ. ভারতচন্দ্র **উ: ঘ**

১৬. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এ প্রার্থনাটি করেছে-
ক. ভাঁড়ুদত্ত খ. চাঁদ সদাগর
গ. ঈশ্বরী পাটনী ঘ. নলকুবের **উ: খ**

১৭. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া-
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ. কামিনী রায় **উ: ঘ**

১৮. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির এ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. পদ্মাবতী
গ. অশ্রুমালা ঘ. লায়লী-মজনু **উ: ঘ**

১৯. 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ! ক্ষণেকে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ'- চরণ দুটি কার রচনা?
ক. আলাওল খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. শেখ ফজলুল করিম **উ: গ**

২০. বারমাস্যা কাকে বলে?
ক. নায়িকার বারমাসের সুখ-দু:খের বর্ণনা
খ. দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি
গ. নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস
ঘ. বারমাসের চাষাবাদের বিবরণ **উ: গ**

২১. মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন-
ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৫২
গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২ **উ: গ**

২২. 'ভাঁড়ুদত্ত' চরিত্রটি পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
ক. মনসামঙ্গল কাব্য খ. অন্নদামঙ্গল কাব্য
গ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ঘ. ধর্মমঙ্গল কাব্য **উ: খ**

২৩. কোন কবি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা?
ক. বংশীদাস চক্রবর্তী খ. রূপরাম চক্রবর্তী
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বলরাম চক্রবর্তী **উ: খ**

২৪. ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. ময়ূর ভট্ট ঘ. কানাহরি দত্ত **উ: ঘ**

২৫. কোনটি কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি?
ক. রায়গুণাকর খ. কবিকণ্ঠহার
গ. কবিকঙ্কন ঘ. কবিরঞ্জন **উ: গ**

২৬. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি?
ক. মালাধর বসু খ. মুকুন্দরাম
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. ময়ূরভট্ট **উ: ক**

২৭. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. রামরাম বসু ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর **উ: খ**

২৮. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. হরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস **উ: ঘ**

২৯. "অন্নদামঙ্গল' কাব্য কে রচনা করেন?
ক. কানাহরি দত্ত খ. বিজয় গুপ্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর **উ: খ**

৩০. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
ক. কানাহরি দত্ত খ. বিজয় গুপ্ত
গ. মুকুন্দরাম ঘ. ভারতচন্দ্র **উ: ঘ**

৩১. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এ প্রার্থনাটি করেছে-
ক. ভাঁড়ুদত্ত খ. চাঁদ সদাগর
গ. ঈশ্বরী পাটনী ঘ. নলকুবের **উ: খ**

৩২. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া-
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মদনমোহন তর্কালস্কার ঘ. কামিনী রায় **উ: ঘ**

৩৩. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- বাংলার সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির এ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. পদ্মাবতী
গ. অশ্রুমালা ঘ. লায়লী-মজনু **উ: ঘ**

৩৪. 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ! ক্ষনেক হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ'- চরণ দুটি কার রচনা?
ক. আলাওল খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. শেখ ফজলুল করিম **উ: গ**

৩৫. বারমাস্যা কাকে বলে?
ক. নায়িকার বারমাসের সুখ-দু:খের বর্ণনা
খ. দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনী
গ. নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস
ঘ. বারমাসের চাষাবাদের বিবরণ **উ: গ**

৩৬. মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন-
ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৫২
গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২ **উ: গ**

৩৭. 'ভাঁড়ুদত্ত' চরিত্রটি পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
ক. মনসামঙ্গল কাব্য খ. অন্নদামঙ্গল কাব্য
গ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ঘ. ধর্মমঙ্গল কাব্য **উ: খ**

৩৮. বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত কাব্যের নাম কী?
ক. মনসামঙ্গল খ. মনসাবিজয়
গ. চাঁদ সওদাগরের কাহিনি ঘ. মনসা প্রশস্তি **উ: খ**

৩৯. ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী' এর রচয়িতা কে?
ক. ফেরদৌসি খ. গালিব
গ. আবুল ফজল ঘ. কেউ নয় **উ: গ**

৪০. বাংলা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে?
ক. আকবরনামা খ. আলমগীরনামা
গ. আইন-ই-আকবরী ঘ. তুজুক-ই-আকবর **উ: গ**

৪১. আরাকান রাজসভার সাহিত্যিক ছিলেন–
ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. সৈয়দ হামজা
গ. কবি জয়দেব ঘ. আলাওল **উ: ঘ**

৪২. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি?
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা ঘ. লক্ষণ সেনের রাজসভা **উ: খ**

৪৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারক এর প্রভাব অপরিসীম?
ক. শ্রীচৈতন্যদেব খ. শ্রীকৃষ্ণ
গ. আদিনাথ ঘ. মনোহর দাশ উ: ক

৪৪. চৈতন্যদেব ছিলেন–
ক. বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক খ. পদাবলির রচয়িতা
গ. ব্রজবুলি ভাষার প্রবর্তক ঘ. সঙ্গীতজ্ঞ উ: ক

৪৫. মধ্যযুগের কবি নন কে?
ক. জয়নন্দী খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. গোবিন্দদাস ঘ. জ্ঞানদাস উ: ক

৪৬. কে বাংলা ভাষার কবি নন?
ক. জ্ঞানদাস খ. জয়দেব
গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস উ: খ

৪৭. 'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝায়?
ক. প্রজধামে কথিত ভাষা
খ. এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা
গ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল
ঘ. মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা উ: খ

৪৮. বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কী?
ক. মাগধী খ. অসমিয়া
গ. ব্রজবুলি ঘ. জগাখিচুড়ি উ: গ

৪৯. ব্রজভাষা কী?
ক. বাংলার ভাষা খ. ব্রজভূমির ভাষা
গ. বৃন্দাবনের ভাষা ঘ. মিথিলা ও বাংলার মিশ্র ভাষা উ: ঘ

৫০. 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক/স্রষ্টা কে?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. আলাওল ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: খ

৫১. 'ব্রজবুলি' কোন স্থানের ভাষা?
ক. আসাম খ. মিথিলা
গ. গৌড় ঘ. পশ্চিমবঙ্গ উ: খ

৫২. 'ব্রজবুলি'তে কোন কবি পদাবলি রচনা করেন?
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. গোবিন্দদাস উ: গ

৫৩. শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?
ক. ভাবরস খ. মধুররস
গ. প্রেমরস ঘ. লীলারস উ: খ

৫৪. 'গীতগোবিন্দ' কোন ভাষায় রচিত?
ক. প্রাচীন বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. অবহট্‌ঠ উ: গ

Class Exam

১. বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রথম কাহিনি কাব্য কোনটি?
ক. গীতগোবিন্দ খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ. শূন্যপুরাণ ঘ. সেক শুভোদয়া

২. নিচের কোনটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র নয়?
ক. রাধা খ. কৃষ্ণ
গ. বড়াই ঘ. ঈশ্বরী পাটনী

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৯০৭ সালে খ. ১৯০৮ সালে
গ. ১৯০৯ সালে ঘ. ১৯১৬ সালে

৪. কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বরূপ লাভ করেছিল কোন যুগে?
ক. প্রাক চৈতন্য যুগে
খ. চৈতন্য যুগে
গ. প্রাচীন যুগে
ঘ. আধুনিক যুগে

৫. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করতেন?
ক. বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. পালি

৬. কোন মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন?
ক. শেখ ফয়জুল্লাহ খ. সৈয়দ আইনুদ্দিন
গ. আলাওল ঘ. এর প্রত্যেকেই

৭. 'মনসামঙ্গল'-এর লেখক কে?
ক. কৃত্তিবাস খ. মালাধর বসু
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানা হরিদত্ত

৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি কে?
ক. ভারতচন্দ্র খ. ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত
গ. দুর্গাদাস ঘ. ভবানন্দ মজুমদার

৯. সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কি?
ক. ক্ষেমানন্দ খ. কেতকা
গ. পদ্মাবতী ঘ. খ ও গ

১০. 'কবিকঙ্কন' কার উপাধি?
ক. মালাধর বসু
খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

biddabari
উত্তরমালা

১	খ
২	ঘ
৩	গ
৪	খ
৫	গ
৬	ঘ
৭	ঘ
৮	ক
৯	ঘ
১০	খ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Biddabari your success benchmark কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলা অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।